www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

জয়গুরু এগ সেন্টার

এখানে পাইকারি দরে দেশি হাঁস ও মুরগীর ডিম পাওয়া যায়। (বারাসত জংশন রেল স্টেশনের ১ নং প্লাটফর্ম সংলগ্ন)

প্রোঃ বিমল দাস

চলভাষ : ৯৩৩১৬৩৭৫১৫

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ১৬ মাঘ – ২২ মাঘ, ১৪২১ ঃ ৩১ জানুয়ারি – ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.15, 31 January - 6 February, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

লক্ষ্মণ রেখা আর রইল না

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

এক সময় ছিলেন গোটা দেশের 'মর্নিং স্মাইল', প্রভাতী কাগজে কার্টুনের আঘাতে ধরাশায়ী করেছেন বুরোক্রাট থেকে পেশাদার রাজনীতিবিদদের। 'কমনম্যান' হিসাবে পাঠকদের কাছে প্রবাদপ্রতীম কার্টুন সম্রাট আর কে লক্ষ্মণ পুনের বৈকুণ্ঠ শ্মশানে চিরদিনের জন্য পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেলেন গত মঙ্গলবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে সম্মানীয় অতিথি অধ্যাপক হিসাবে একটি ক্লাস নিয়ে ছিলেন ভারতের এই কার্টুন সম্রাট। প্রতিবেদকের সৌভাগ্য হয়েছিল এমএ প্রথম

বর্ষের ছাত্র হিসাবে সেই ক্লাসে উপস্থিত থাকা এবং 'স্যার' লক্ষ্মণের সেই ক্লাসে উপস্থিত থাকা এবং স্যার লক্ষ্মণকে প্রথম প্রশ্ন করার। গম্ভীর অথচ প্রাণচঞ্চল মাস্টারমশাই লক্ষ্মণ একে একে নাম ধরে রোলকল করেছিলেন সেদিন। ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে কথা বলতে বলতে নেহেরু থেকে নরসীমা রাও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীদের পরপর কার্টুনের মুখাবয়াব এঁকে অবাক করে দিয়ে ছিলেন সেদিন। প্রবাদ প্রতীম এই কাটুনিস্টকে ছাত্রদের তরফ থেকে আমিই প্রথম প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলাম বলে একটু গর্ব এখনো রয়ে গিয়েছে। তাঁর অজস্র মাস্টার পিস কার্টুনের মধ্যে কোনটা তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ জানতে চেয়েছিলাম এবং কেন? বিস্তারিত উত্তর দিয়েছিলেন। ব্যাখ্যা করলেন, বাবা–মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। তাঁর সব কটি সৃষ্টিই তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তীব্র শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্গের সমাজের 'চোখে আঙ্গুল দাদা'র ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন সারা জীবন।

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত থেকে

বছরে ৬০ লক্ষ গরু পাচার বাংলাদেশে : রিপোর্ট কেন্দ্রের

অশোক চৌধুরী, আসানসোল : আশঙ্কা ছিলই, তা সত্যি হয়ে উঠল। ভারত বিশ্বে গো–মাংস রপ্তানিকারক দেশ হয়ে উঠছে এবং এভাবে পশু হত্যার টাকায় মদত পাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরাও। সম্প্রতি জয়পুরে অনুষ্ঠিত হওয়া ইন্ডিয়া ফর অ্যানিম্যাল কনফারেন্সের থেকে আয়োজকরা জোর আওয়াজ তুলে বিষয়টির দিকে নজর দিতে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী মানেকা গান্ধিকে অনুরোধ করেছেন।

সম্মেলনের বিষয় ছিল পশু হত্যা ও সন্ত্রাসবাদ। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে পশু হত্যা ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়ে মানেকা গান্ধি বলেন, বিশ্বে গো মাংস রপ্তানীকারক দেশ হিসাবে উঠে আসছে ভারতের নাম। চামড়ার লোভে নির্বিচারে গো হত্যা চলেছে, যা চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের এক রিপোর্ট উল্লেখ করে মানেকা গান্ধি বলেন, বেআইনী পশু হত্যার মধ্যে দিয়ে অর্জিত অর্থের একটা বড় অংশ জঙ্গি–জেহাদি কাজকর্মে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা গিয়ে পৌঁছচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে। আর এই টাকা দিয়ে বিস্ফোরক তৈরি করা হচ্ছে। যা কেড়ে নিচ্ছে নিরীহ মানুষের প্রাণ।

এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভারত থেকে বাংলাদেশে চোরাপথে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন গো–মাংস রপ্তানি হয়। এছাড়া ভারত থেকে পাঁচ কোটি টাকার গরু পাচার হয় বাংলাদেশে। বছরে যে কারবারের টার্নওভার ১৫ হাজার কোটি টাকা। সংখ্যার নিরিখে বছরে ৬০ লক্ষ গরু পাচার হয় বাংলাদেশে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বর্ডার ম্যানেজমেন্ট উইংয়ের হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর বাংলাদেশে গোরু পাচারের যে অবৈধ কারবার চলছে, তার লভ্যাংশের কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ জঙ্গিদের নাশকতামূলক কাজের পিছনে ব্যয় করা হচ্ছে। সম্প্রতি বর্ধমানে খাগরাগড় বিস্ফোরণ–কান্ডের তদন্তে নেমে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এন আই এ) সুত্র থেকে জানা গিয়েছে জামাত–উল–মুজাহিদিনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গিদের যে সমস্ত মডিউল গড়ে তুলছে জেহাদি মঞ্চ, তাদের অর্থের যোগানও হচ্ছে সীমান্তের এই গরুর কারবার থেকেই।

পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট, বারাসত, মালদা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে গোরু পাচার করে একশ্রেণী পাচারকারীরা। এই গরুগুলি সাধারণত আসে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও জেলা থেকে। পাচারকারীরা রাজস্থান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার থেকে গরু হাটে বিক্রি করার নাম করে নিয়ে আসে। পরে দেশে সেগুলিকে বিক্রি না করে বেশির লাভের জন্য অবৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করে দেয়। দালালদের মাধ্যমে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে বর্ধমান জেলার লালগঞ্জের থেকেও ব্যাপকভাবে গরু পাচার হয় বাংলাদেশে, সেইসব গরু বারাসত ও বসিরহাট, মালদা ও মুর্শিদাবাদ দিয়ে পাচার করা হয় বাংলাদেশে।

প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার বর্ধমান জেলার আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত লালগঞ্জে গরুর হাট থেকে কয়েকহাজার গরু পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে পাচার করা হয়েছে। রাজ্যের গোয়েন্দা সহ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এই রাজ্য থেকে কয়েক হাজার গরু পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে পাচার করা হয়েছে। রাজ্যের গোয়েন্দা সহ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এই রাজ্য থেকে গরু বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে কি তা খতিয়ে দেখছে বলে একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। এছাড়া আসানসোল থেকে ব্যাপকহারে গো মাংস রপ্তানী করা হয় বিভিন্ন রাজ্যে, সেখান থেকে কন্টেনারের সাহায্যে বিদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। এই কাজে একটি চক্র অবৈধভাবে যুক্ত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ লাগোয়া ১৪৯টি গ্রামের ৬৮টি স্মাগলিং করিডরকে এ কাজে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া এই মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার গত ১৯৯৩ সাল থেকে সীমান্তের গরু পাচারের ব্যবসাকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভারত সীমান্ত পার করে ঢোকা প্রতিটি গরু পিছু ১০০০ টাকা কাস্টমস পেনাল্টি দিলেই প্রতিটি কনসাইনমেন্ট আইনসিদ্ধ হয়ে যায় সে দেশে। সীমান্ত পারে বাংলাদেশে এই কারবারের নিয়ন্ত্রকরা সিংহভাগই জঙ্গি–জেহাদি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী গরু পাচারের এই আইনসিদ্ধ কারবারকে ভিত্তি করে বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার আয় করে বাংলাদেশ সরকার। ভারত থেকে কোটি কোটি টাকার গোরু পাচার হয় বাংলাদেশে অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগারে এক কানাকড়ি রাজস্ব জমা পড়ে না, তাহলে কেন এই গোরু পাচার। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এখনি পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা থেকে গরু পাচার বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া।

উত্তর ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ রুটে ২৭ জন জঙ্গি ভারতে অনুপ্রবেশের ছক কষছে

কুনাল মালিক

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট টাকি, হিঙ্গলগঞ্জ, পেট্রাপোল সীমান্ত এই মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জামাত উল মুজাহিদিন জঙ্গী গোষ্ঠীর ২৭ জন জঙ্গি এদেশে ঢোকার ছক কষছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা পেট্রাপোল সীমান্তে ধৃত মহম্মদ বরকতুল্লাহকে জেরা করে এবং তার ল্যাপটপ ফরেনসিক পরীক্ষা করে এই তথ্য পেয়েছে। ঐ জঙ্গি তালিকায় ইলিয়াস, সোহম, সেলিম এর নাম আছে। বিএসএফের ডিজি এই বিষয়ে বেনাপোলে গিয়ে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশের উর্দ্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এবং ওই ২৭ জন জঙ্গির নামের তালিকা তুলে দেন। দুদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় জোরদার নজরদারী চালানো হচ্ছে। সীমান্তবর্তী হিঙ্গগঞ্জ, টাকি, বনগাঁ, মুর্শিদাবাদের নদীপথে বিএসএফ স্পিড বোটে নজরদারী করছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর ঐ ২৭ জন জঙ্গী অনুপ্রবেশকারী এদেশে ঢুকতে মরিয়া। তারা এদেশে ঢুকে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে জেহাদী কাজকর্ম চালাতে পারে বলে অনুমান করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্র। প্রসঙ্গ মাসখানেক আগে পেট্রাপোল সীমান্তে অভিবাসন দফতর জঙ্গি সন্দেহে মহম্মদ বরকতুল্লাহকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জেরা করে উত্তরপ্রদেশ থেকে আরো একজনকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর, সিআইডি ও জেলা পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ধৃত বরকতুল্লার থেকে আটক করা ল্যাপটপে বেশ কিছু তথ্য পায় পুলিশ। জেহাদী কার্যকলাপের এই বৃহত্তর বাংলা গঠনের ম্যাপ পাওয়া যায় তার কাছে। গোয়েন্দারা বুঝতে পারেন দীর্ঘদিন ধরেই উত্তর ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত লাগোয়া এলাকা গুলিকে জঙ্গির অনুপ্রবেশের ট্রানজিট রুট হিসাবে ব্যবহার করছে। খাগড়াগড় কান্ডের পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর বেশ তৎপর হয়। তার ওপর এন আই এর নজরদারীও বেড়ে যায়। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দফতর জঙ্গিহানা ও অনুপ্রবেশের ব্যাপারে আর শিথিলতা দেখাতে নারাজ।

দিল্লিতে নেতাজি মিউজিয়াম

আজাদ বাউল

দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে প্রায় ১.৫ একর জমি সংলগ্ন এলাকায় শীঘ্রই গড়ে উঠতে চলেছে নেতাজি মিউজিয়াম। দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধি, জহরলাল, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, গান্ধিজী প্রমুখ মিউজিয়াম থাকলেও নেতাজি বা আজাদ হিন্দের কোনও স্মারক নেই। নগর উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে দিল্লিতে নেতাজি মিউজিয়াম শীঘ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে। উল্লেখ্য নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিলেও নেতাজি সম্পর্কেও গোপন নথি প্রকাশে রাজি নয়। এ বছর গুজরাটের ভূমিপুত্র গান্ধিজী ও বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, মৃত্যুদিন ও স্ট্যাচু নির্মাণ ইত্যাদি নিয়ে দেশ জুড়ে সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলেও এ বছর ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে কোনও দিবস ঘোষণা বা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। গতানুগতিক টুইট বার্তা ছাড়া মোদি নেতাজি নিয়ে নীরব ছিলেন। এমন কী তাঁর মন্ত্রিসভার কোন সদস্য সংসদে গিয়ে নেতাজির প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণ করে নি যা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছে। কলকাতার বহু নেতাজি অনুরাগী সংগঠন ইতিমধ্যে আশংকা প্রকাশ করেছে যে কংগ্রেস জমানার মতো বিমান দুর্ঘটনা ও এমিলি শেঙ্কেলের গল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হতে পারে মিউজিয়ামে।

হাঁপ ছাড়ল মুকুল?

নিজস্ব প্রতিনিধি: দলের রাজ্যসভার সাংসদ কুণাল ঘোষ পারেননি গ্রেফতারি এড়াতে। দলীয় সতীর্থ তথা পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র বেশ কিছুদিন হল শ্রীঘরে রয়েছেন। আরও এক তরুণ সাংসদ সৃঞ্জয় বসুও সিবিআই–এর বাউন্সারের সামনে ক্যাচ তুলে জেল হাজতে। এখানেই তিনি সবার থেকে আলাদা। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এবং তৃণমূলের নম্বর–২ নেতা হিসেবে দিল্লিতে বরাবরই বেজায় প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছেন মুকুল রায়। তাই বহু প্রতীক্ষিত তলবের পর তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন থেকে গেল। পাঁচ ঘণ্টা সিজিও কমপ্লেক্সে কাটিয়ে সিবিআই–এর ডাকাবুকো অফিসারদের জেরার মুখে পড়েও আপাতত গ্রেফতারি এড়ালেন মুকুল রায়। যিনি আবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তবে মুকুলবাবুর গ্রেফতারি এড়ানোর পিছনে দিল্লির শাসক দলের কূটকৌশল আছে কি না তা নিয়ে চলছে জল্পনা। কারণ সিবিআই তলব করার পর থেকেই যেভাবে ঘন ঘন দিল্লি যাচ্ছিলেন (শোনা যায় অরুণ জেটলির মাধ্যমে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের সঙ্গে গোপন বৈঠক হয় মুকুলের) তাতেই ছবিটা বদলে যায়। ফলে স্বস্তি পেলেও অস্বস্তিতে তৃণমূল।

স্মরণসভায় উল্লাসের ছবিকে ঘিরে বিতর্ক

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা জগতের এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব তথা যাত্রা জগতের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাতা নট্ট কোম্পানির কর্ণধার মাখনলাল নট্ট। তাঁর স্মরণসভায় একটি গানের শেষে পুরপ্রধানের হাততালি ও স্মরণসভা চলার মাঝখানে তাকে কয়েক মিনিট থামিয়ে বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় নিজের মুখ দেখানোর ব্যস্ততা ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠল অশোকনগরে। প্রসঙ্গত বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মাখনলাল নট্ট গত ২১ জানুয়ারি বুধবার প্রয়াত হন। তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অশোকনগরের বাসিন্দা ছিলেন। একারণে ২৫ জানুয়ারি অশোক নগরের কল্যাণগড় বাজার সংলগ্ন নেতাজি বাগে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্মরণ সভার আয়োজনে ছিল অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা। বিভিন্ন বক্তারা প্রয়াত মাখনবাবুর কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু শোক বিহ্বল এই অনুষ্ঠানে অকস্মাৎ ছন্দপতন ঘটে। জনৈক সঙ্গীত শিল্পীর শোকগীতি শেষ হলে সংশ্লিষ্ট পুরসভার পুরপ্রধান সমীর দত্ত আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠেন। তখন তিনি নিজেও মঞ্চে উপবিষ্ট। এসময় মঞ্চস্থ সকলে ও শোকসভায় উপস্থিত অন্যান্য দর্শকরা একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। পুরপ্রধানের পাশ থেকে একজন তাঁকে ভুল ধরিয়ে দিলে তবে তাঁর হাততালি থামে। উপস্থিত দর্শকদের প্রশ্ন, এই স্মরণসভায় আয়োজক তো পুরসভা। তাহলে পুরপ্রধান কি জানেন না এটা শোক প্রকাশের জায়গা, আনন্দ প্রকাশের নয়। এছাড়াও এই স্মরণসভার মাঝখানে পুরপ্রধান কিছু সময় তা বন্ধ রেখে বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমে কথা বলতে ও নিজের মুখ দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এরপর পাঁচের পাতায়

অবাক হলেন মিশেল

দিল্লি থেকে কল্লোল গুহঠাকুরতা

২৯ জানুয়ারি অনবদ্য আর্মি ব্যান্ডের সুর মূর্ছনা 'বিচিং রিট্রিট'–এর তালে শেষ হল এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান যা শুরু হয়েছিল ২৬ জানুয়ারি প্রভাতে প্যারেডের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানটির অর্থ হল প্রজাতন্ত্রের দিন রাষ্ট্রপ্রধানকে অভিবাদন জানিয়ে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে অগ্রসর হলাম যুদ্ধে। দুদিন যুদ্ধ চলার পর ফিরে এসে সঙ্গীতের মাধ্যমে জয়োল্লাসে পূর্ণ হল এবারের যুদ্ধের আবর্ত। তবে এই পুরো অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে রঙিন ও আকর্ষণীয় হল ২৬ জানুয়ারির প্যারেড। এবারে অনুষ্ঠান আলো করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তাঁর স্ত্রী মিশেল ওবামা যিনি সে দেশের ফার্স্ট লেডি বটে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে প্রায় সারাক্ষণ ওবামাকে অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বোঝালেন। কিন্তু মিশেল একেবারে অবাক হয়ে গেলেন আমাদের মহিলা বাহিনী দেখে। তিনি ভাবতেই পারেননি এত বিপুল সংখ্যক মহিলা ভারতের বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেন। এমনকী তাঁকে অবাক করে দেয় পুজা ঠাকুরের গার্ড অফ অনার। উল্লেখ্য প্রথা ভেঙে এবারই প্রথম একজন মহিলাকে বারাকের গার্ড অফ অনারে নিযুক্ত করা হয়। আমাদের সংস্কৃতির ট্যাবলো প্রদর্শনী মিশেলকে রীতিমত আশ্চর্যান্বিত করে। সব মিলিয়ে বৃষ্টিও কোন বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি এবারের অনুষ্ঠানকে। সবকিছুই একেবারে নিখুঁত ও প্রথামাফিক দক্ষতায় শেষ হয়।

বাঙালিময় প্রজাতন্ত্রে বাদ পড়ে গেল বাংলা

ওঁকার মিত্র

বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছে। এবার আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে সামিল হচ্ছেন খোদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। কৌতূহলের অবসান হল ২৬ জানুয়ারি প্রভাতে। দিল্লির বুকে রাজপথের দু'ধারে জমায়েত হওয়া সাধারণ মানুষের সামনে দেখা দিলেন বারাক। উন্মাদনা তুঙ্গে। তারই মধ্যে শরীরের ধমনীতে আলোড়ন তুলে বেজে উঠল জাতীয় মন্ত্র 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত। সত্যি বলতে কী বাঙালি হিসাবে শরীরের প্রত্যেকটি লোমকূপ তখন প্রসারিত হয়ে উঠল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টির ছোঁয়ায়।

মঞ্চে তখন একে একে উদ্ভাসিত হচ্ছেন রাষ্ট্রনেতারা। রটে গেল খবর–রাষ্ট্রপতি আসছেন। সকল অপলক দৃষ্টিকে বিস্ফারিত করে রাইসিনা হিলস–এর প্রাসাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়লেন আর এক বাঙালি। ঘোড়সওয়ারে সটান অভিবাদন মঞ্চে। ফের বাঙালির বাজিমাত। শুরু হবে কুচকাওয়াজ। নেতৃত্ব দেবেন কে? পরমবীর চক্র বিজয়ী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেনেন্ট কর্নেল সুব্রত মিত্র। হ্যাঁ, এখানেও বাঙালি। দীর্ঘ অভিবাদন শেষে ফের বাঙালির সৃষ্টি। বেজে উঠল 'জন–গণ–মন'। উঠে দাঁড়িয়ে সকলেই শ্রদ্ধাবনত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সৃষ্টি দিয়ে সেদিনের প্রজাতন্ত্র দিবসের শুরু থেকে শেষ করে তুললেন বাঙালিময়।

শুধু কী তাই! ২৯ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র পালনের শেষ দিনেও জাতীয় মঞ্চে

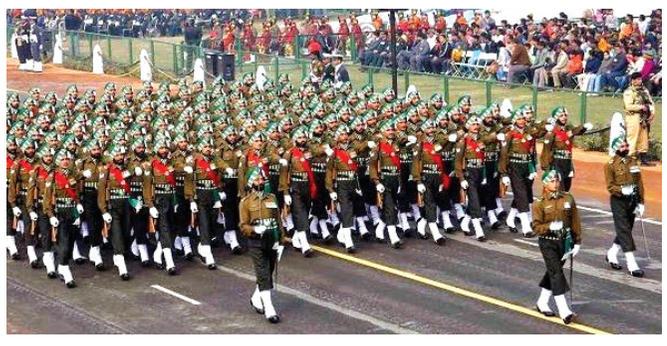

বাঙালির জয়গান। সেদিনও শুরুতে 'বন্দে মাতরম', শেষে 'জন–গণ–মন', মাঝখানে 'মঙ্গলালোকে' 'ও আমার দেশের মাটি'। উপস্থিত আর এক প্রাজ্ঞ বাঙালি প্রণববাবু। গর্বে বাঙালি অন্য উচ্চতায় বিরাজ করল এ কটা দিন।

কিন্তু সত্যই কি সবটাই সুখ! বাঙালির অতীত প্রদীপের আলোর নিচে বর্তমানের অন্ধকার। এত কিছু পাওয়ার মধ্যেও না পাওয়ার তীব্র যন্ত্রণা ধমনীতে ব্যথা অনুভব করালো যখন কিছুতেই আর এল না পশ্চিমবঙ্গ লেখা ট্যাবলোটা। একের পর এক রাজ্য যখন তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ডালি নিয়ে ফুটিয়ে তুলছে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, তখনও এল না বাংলা। রাষ্ট্রনেতা তথা আমেরিকার কাছে অনুপস্থিত থেকে গেল ভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বারাকও কি মনে–প্রাণে চেয়েছিলেন বিবেকানন্দের বাংলাকে চাক্ষুস করতে? পরে শিকাগোয় স্বামীজির উপস্থিতি স্মরণ করে কি তারই আক্ষেপ মিটিয়েছেন? এসব বিতর্ক চলতেই থাকবে কিন্তু এমন সুযোগ আর তো আসবে না আমাদের বাংলাকে মেলে ধরার। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের লোগো তৈরি করেছেন 'বিশ্ব বাংলা'। কিন্তু সে আর হল কই! বিশ্বের আলোয় তো নিজের মুখই দেখাতে পারল না বাংলা।

শোনা গেল বাংলার ট্যাবলো বিতর্কের কথা। প্রশ্ন জাগলো ঐতিহ্য প্রদর্শনও কি তাহলে কেন্দ্র–রাজ্য রাজনীতির শিকার? আক্ষেপে বহু বাঙালি এখন বলছেন বাংলার ভাগ্যে রাজনীতিই সার। এই আবহ

থেকে মুক্তির জন্য বাঙালি এখন ছটফট করছে। আগল খুলবে কে–তারই সন্ধান চলছে।

ওবামার উপস্থিতিতে আরও মজবুত ভিতের দিকে আগুয়ান ভারতীয় অর্থবাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

অর্থনীতির সমাচার নিয়ে ফের একবার হাজির আপনাদের দরবারে। মাঝখানে বেশ কয়েকটা ছুটি

কাটিয়ে আশা করি ট্রেডাররা দারুণ খোশ মেজাজে রয়েছেন। সবথেকে বড় কথা আর্থিক দুনিয়ার বৃহত্তম দেশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওবামা সাহেবের আবির্ভাবের পর থেকে ভারতীয় শেয়ার বাজার যেন বিরাট কোহলির মতো ঝোড়ো ইনিংস খেলতে চাইছেন। তার ফলে দীর্ঘ চারদিন গ্যাপের পর মঙ্গলবার বাজার খোলার পর থেকেই নিফটি এবং সেনসেক্স হুহু করে বাড়তে শুরু করেছে। বাজার এমনভাবে এগোচ্ছে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে নিফটি খুব দ্রুত ভেঙে দিতে পারে ৯ হাজারের গণ্ডি। সেনসেক্স একইভাবে পৌঁছে যেতে পারে ৩০ হাজারের ঘরে।

খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দিয়েছেন লগ্নির আগামী ডেসটিনেশন বা গন্তব্য একমাত্র ভারত। উৎসাহী আমেরিকা এর জন্য ভারতের সঙ্গে বেশ কয়েকটি সদর্থক চুক্তি সম্পন্ন করেছে। যার অন্যতম হল ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র। বড় কথা এই যে আগেকার মতো এখন এদেশের সঙ্গে মার্কিন চুক্তিতে লেনদেন বেশি গুরুত্ব

অর্থনীতি

পাচ্ছে। মানে এখন ভারতকে আর উন্নত প্রযুক্তির যুদ্ধ সরঞ্জাম বেচবে না মার্কিনিরা। বরং দুইদেশ হাতে হাত মিলিয়ে প্রতিরক্ষার আধুনিক সমরাস্ত্র তৈরি করবে। যার ফলে দুদেশের মেধা একত্রিত হবে। শুধু এতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না ভারত–মার্কিন বাণিজ্য। স্মার্ট সিটি তৈরির ব্যাপারে মোদির উদ্যোগেও আমেরিকা সঙ্গ দেবে বলে সাফ জানিয়েছেন ওবামা সাহেব। এছাড়াও পরিকাঠামো, বিমানবন্দর এবং বন্দর নির্মাণ করে ভারত যাতে গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে সেদিকে নজর রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়ে দিয়েছে এই কাজেও ভারতকে পূর্ণাঙ্গ সাহায্য করবে। ফলে একটা সফর অনেকটাই পালটে দিয়েছে উন্নয়নের মাপকাঠি। এই সময়কালকে উল্লেখ করা হচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের সুবর্ণ যুগ হিসেবে। যা আগামী ৩ বছর অন্তত চলবে বলে আশাবাদী শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। সবদিক থেকেই তাই সোনে পে সুহাগা ভারতের। মোদির শপথের পর থেকে এক নতুন উদ্যমে ছুটে চলেছে শেয়ার বাজার। প্রসঙ্গত এর আগেও একবার বুল রান দেখেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। সেটা শুরু হয়েছিল ২০০৩–০৪ সাল নাগাদ। যা শেষ হয় ২০০৮ সালের প্রথমদিকে নিফটি তৎকালীন সর্বোচ্চ ৬৩০০ হওয়ার পর। সেনসেক্স পেরিয়ে গিয়েছিল ২৩ হাজারের ঘর। এর পরেই বিশ্ব জুড়ে ভয়াবহ রিসেশন বা আর্থিক মন্দার কবলে তলিয়ে যেতে থাকে দুনিয়ার অর্থনীতি। যার শিকার হতে হয়েছিল ভারতকেও।

এখানে সেভাবে সমস্যা না থাকলেও বিদেশি লগ্নিকারী যাদের এফআইআই সম্বোধনে ভূষিত করা হয় তাদের বেচার ঠেলায় ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে ভারতের বাজারে। ভারতীয় নিফটি ২২০০–র কাছাকাছি এবং সেনসেক্স ৮ হাজারের ঘরে নেমে আসে। সেই জায়গা থেকে পরিস্থিতি এখন একেবারেই আলাদা।ভারতীয় বাজার এই মুহূর্তে আবার সারা দুনিয়ার প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সাবধানতা অবলম্বন করেই এই বাজারে কাজ করা উচিত। পরিস্থিতি যতই ভালো থাক না কেন। কারণ আজ যা ভালো কাল তা খারাপ হতে কিন্তু বেশি সময় নেবে না।

বিশেষ করে আমেরিকার সর্বোচ্চ ব্যাঙ্ক বা ফেড যদি সেদেশে সুদের হার বাড়ানোর পথে হাঁটতে শুরু করে তাহলে অনেক কিছুতেই পরিবর্তন আসবে। তখন আবার এফআইআইরা হতেই পারে এদেশ থেকে টাকা তোলা শুরু করল। সুখের কথা এখনও এদেশে বিদেশি লগ্নিকারীরা যথেষ্ট কেনার মেজাজে আছে। বরং এখন বাজারে বিক্রি মূলত করছেন ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ড এবং বড় আর্থিক সংস্থাগুলি। এটা ঠিক এরা হলেন ঘর পোড়া গরু। কারণ অতীতে এরা দেখেছে বা বুঝেছে বিদেশিদের মতিগতি কিরকম। তাছারা নিজেদের গ্রাহকদের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাও আছে। কারণ তাদের পলিসি ম্যাচুওর হওয়ার সময় টাকা ফেরতের বালাই আছে। এত আর চিট ফান্ড না। যে একেবারে টাকা তুলিয়ে পগার পার হলাম। ভালো লাভে থাকা জিনিস বা শেয়ার বিক্রির মোক্ষম সুযোগ তারা ছাড়তে চাইছেন না। কারণ বাজার এখন যে উচ্চতায় অবস্থান করছে তাতে মুনাফা ঘরে তোলার মধ্যে দোষ নেই কোনও।

এখন এত কিছু অনুকূল পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে ভারতীয় বাজারের চট করে সংশোধনী বা কারেকশন আসছে না। যদিও স্বাভাবিক নিয়মে তা হওয়ার কথা এর ফাঁকেই। এবার কবে কখন সেই কারেকশন আসবে তা লাখ টাকার প্রশ্ন। বাজারের সুস্থতা অবশ্য আসবে কারেকশন এলেই। কারন তখন যারা আগের র‍্যালিতে বাদ চলে গিয়েছেন তারা সামিল হতে পারবেন এই বুল মার্কেটে। তাই তাড়াহুড়ো না করে অপেক্ষমান থাকলে অনেক আকাঙ্খিত শেয়ার তুলনামূলম কম দামে পাওয়া যেতেই পারে। শেয়ার কারেকশন পর্বে কী দামে কিনবেন তার জন্য শরণাপন্ন হওয়া যেতেই পারে টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের।

রেলের ক্ল্যারিক্যাল চাকরিতে বাড়ছে নূন্যতম যোগ্যতামান

গ্রুপ ডি নিয়োগ এবার থেকে ২ বছরে ১ বার, আসছে আরও নানা বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কয়েকমাসে রেলের চাকরি বেশ কিছু বিষয়ে পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, শিক্ষাপর্ষদ, প্রার্থী–নানা পক্ষ থেকে আসা প্রস্তাব, অভিযোগ, সুবিচার প্রার্থনা ইত্যাদি বিবেচনা করে এইসব সিদ্ধান্ত। পরবর্তী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলিতে এসব নববিধানের প্রয়োগ হবে আশা করা যায়। ৪ বছরের পার্ট টাইম সিভিল ডিপ্লোমাও গ্রাহ্য : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪ বছরের পার্টটাইম ডিপ্লোমা কোর্সও ৩ বছরের রেগুলার ডিপ্লোমা কোর্সের সমতুল বলে গ্রাহ্য হবে।

দূরশিক্ষার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি/ডিপ্লোমা গ্রাহ্য নয় : ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দূরশিক্ষা কোর্সের ডিগ্রি/ডিপ্লোমা গ্রাহ্য হবে না। গ্রুপ ডি নিয়োগ সংক্রান্ত (১) রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেলগুলির মাধ্যমে পে ব্যান্ড–ওয়ান (গ্রেড পে ১৮০০ টাকা)–এর পদগুলিতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ২০১৫–র জুলাই থেকে প্রতি ২ বছরে ১ বার করে অর্তাৎ ১ বছর করে বাদ দিয়ে প্রকাশিত হবে, প্রতি বছর নয়। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলির নিয়োগ কর্মসূচি যেমন চলছে তেমনই চলবে। (২) এই পদগুলির জন্য দরকাস্ত নেওয়া হবে কেবলমাত্র অনলাইনে। আঞ্চলিক ভাষায় পরীক্ষা দিতে চাসলে (যেমন পূর্ব, উত্তর–পূর্ব সীমান্ত বা দক্ষিণ–পূর্ব রেলের ৫ত্রে বাংলা চাসলে) তাও নির্বাচন পকরতে হবে অনলাইনেই। তপশিলি ও ওবিসি প্রার্থীদের কাস্ট সার্টিফিকেটে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। (৩) ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্টে ডাকা হবে শূন্যপদের দ্বিগুণ প্রার্থীকে। (৪) ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনে সুযোগ দেওয়া হবে ২টি দিনে, অর্থাৎ হয় এদিন নয় ওদিন উপস্থিত হতে হবে। দুই দিনের মাঝে ব্যবধান থাকবে অন্তত ২ সপ্তাহ। (৫) শূন্যপদের হিসাব হবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অর্থবর্ষে যা পাওয়া যাবে, সেইসঙ্গে পরবর্তী দুই অর্থবর্ষের সম্ভাব্য শূন্যপদ মিলিয়ে।

নূন্যতম যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক : নন টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটেগরির ৫২০০–২০২০০ টাকা মূল মাইনের গ্রেড পে ১৯০০/২০০০ টাকার অফিস ক্লার্ক, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক, টিকিট কালেক্টর, কমার্শিয়াল ক্লার্ক, ট্রেনস ক্লার্ক পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা করা হয়েছে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ১০+২ প্যাটার্নের উচ্চমাধ্যমিক পাশ (আগে ছিল ৫০ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক পাশ)। প্রথম ৪টি পদে তপশিলিরা সাধারণভাবে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হলেও যোগ্য। লাইব্রেরি ক্লার্ক পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা

করা হয়েছে ১০+২ প্যাটার্নের উচ্চমাধ্যমিক পাশ সহ লাইব্রেরি সায়েন্সে স্বীকৃত সার্টিফিকেট (আগে ছিল মাধ্যমিক পাশ সহ লাইব্রেরি সায়েন্সে স্বীকৃত সার্টিফিকেট)।

সেন্টার অব এক্সেলেন্সগুলির সার্টিফিকেটও গ্রাহ্য : যেসব আইটি আই উন্নীত হয়েছে 'সেন্টার অব এক্সেলেন্সে' (সিওই) হিসাবে সেখানকার ট্রেনিংয়ের পর পাওয়া ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট (এনটিসি) সার্টিফিকেটও আইটিআই সার্টিফিকেটের সমতুল বলে গ্রাহ্য হবে, এইসব ক্ষেত্রে : আইটিআইয়ের ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সমতুল বলে গণ্য হবে সিওইর ইলেক্ট্রিক্যাল ক্ষেত্রে ১ বছরের এনটিসি কোর্স সহ ৬ মাসের অ্যাডভান্সড মডিউল কোর্সের এনটিসি সার্টিফিকেট, এর যে–কোনও ১টি ট্রেডে : রিপেয়ার অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স অব ইলেক্ট্রিক্যাল মেশিনস অ্যান্ড পাওয়ার সাপ্লাই অথবা রিপেয়ার অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স অব ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেস অথবা এইচটি, এলটি, সাবস্টেশন কেবল জয়েন্টিংয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অপারেশন ও মেন্টেন্যান্স অথবা অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদন, ব্যাটারি, ইনভার্টার অথবা ইলেক্ট্রিক্যাল মেশিনস অ্যান্ড পাওয়ার সাপ্লাই অথবা রিপেয়ার অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স অব ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেস অথবা এইটি, এলটি, সাবস্টেশন কেবল জয়েন্টিংয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অপারেশন ও মেন্টেন্যান্স অথবা অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদন, ব্যাটারি, ইনভার্টার অথবা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। আইটিআইয়ের মেকানিক মোটর ভিকল ট্রেডের সমতুল বলে গণ্য হবে সিওইর অটোমোবাইল ক্ষেত্রে ১ বছরের এনটিসি কোর্স সহ ৬ মাসের অ্যাডভান্সড মডিউল কোর্সের এনটিসি সার্টিফিকেট, এর যেকোনও ১টি ট্রেডে : ডেন্টিং, পেন্টিং অ্যান্ড ওয়েল্ডিং অথবা অটোমোবাইলস (পেট্রোল) সার্ভিসিং ও ওভারহলিং অথবা ফুয়েল ইঞ্জেকশন সিস্টেম ও স্টিয়ারিং মেকানিজম ওভারহলিং অথবা হুইল রিপেয়ার অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স অথবা টায়ার রিট্রিডিং ও হুইল ব্যালান্সিং অথবা অটো ইলেক্ট্রিক্যাল ইলেক্ট্রনিক্স ও অটোমোবাইল এয়ারকন্ডিশনিং। আইটিআইয়ের ফিটার ট্রেডের সমতুল বলে গণ্য হবে সিওইর ফ্যাব্রিকেশন ক্ষেত্রে ১ বছরের এনটিসি কোর্স সহ ৬ মাসের অ্যাডভান্সড মডিউল কোর্সের এনটিসি সার্টিফিকেট, এর যে কোনও ১টি ট্রেডে স্ট্রাকচারাল/প্রেশার পার্টস ফিটিং অথবা স্ট্রাকচারাল ওয়েল্ডিং অথবা প্রেশার ভেসেল ও পাইপ ওয়েল্ডিং অথবা ওয়েল্ডিং ইনস্পেকশন অ্যান্ড টেস্টিং অথবা টিআইজি/এম আইজি ওয়েল্ডিং। আইটিআইয়ের রেফ্রিজারোন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেডের সমতুল বলে গণ্য হবে সিওইর রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ক্ষেত্রে ১ বছরের এনটিসি কোর্স সহ ৬ মাসের অ্যাডভান্সড মডিউল কোর্সের এনটিসি সার্টিফিকেট, এর যে কোনও ১টি ট্রেডে : ডোমেস্টিক, কমার্শিয়াল রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং প্ল্যান্ট, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কুলিং অ্যান্ড প্যাকেজ অথবা কোল্ড স্টোরেজ, আইস প্ল্যান্ট ও আইস ক্যান্টি প্ল্যান্ট। আইটিআইয়ের ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ট্রেডের সমতুল বলে গণ্য হবে সিওইর ইলেক্ট্রনিক্স ক্ষেত্রে ১ বছরের এনটিসি কোর্স সহ ৬ মাসের অ্যাডভান্সড মডিউল কোর্সের এনটিসি সার্টিফিকেট, এর যে–কোনও ১টি ট্রেডে : রেডিও, অডিও, ভিডিও সিস্টেম অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস অথবা ইউপিএস, ইনভার্টারস, ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারস অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ড্রাইভস অথবা রিপেয়ার অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স অব ইলেক্ট্রনিক টেস্ট ইকুইপমেন্ট অথবা কমিউনিকেশন স্টিস্টেম, এমবেডেড সিস্টেম অ্যান্ড পিএলসি। আইটিআইয়ের ইনফর্মেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেন্টেন্যান্স ট্রেডের সমতুল বলে গণ্য হবে সিওইর ইনফর্মেশন টেকনোলজি ক্ষেত্রে ১ বছরের এনটিসি কোর্স সহ ৬ মাসের অ্যাডভান্সড মডিউল কোর্সের এনটিসি সার্টিফিকেট, এর যে–কোনও ১টি ট্রেডে : মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড অ্যানিমেশন অথবা রিপেয়ার অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স অব হার্ডওয়্যার অব কম্পিউটার অ্যান্ড পেরিফোল কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং অথবা ডিজিটাল ভিডিওগ্রাফি অথবা ই–অ্যাকাউন্ট্যান্সি অ্যান্ড অফিস ম্যানেজমেন্ট অথবা মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ডিজাইনিং অথবা ইনফর্মেশন সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট। আইটিআইয়ের ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেডের সমতুল বলে গণ্য হবে সিওইর ইনস্ট্রুমেন্টেশন ক্ষেত্রে ১ বছরের এনটিসি কোর্স সহ ৬ মাসের অ্যাডভান্সড মডিউল কোর্সের এনটিসি সার্টিফিকেট, এর যে–কোনও ১টি ট্রেডে : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন অথবা অ্যানালিটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন অথবা প্রসেস কন্ট্রোল ইনস্ট্রুমেন্টেশন অথবা মেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন অথবা অপ্টিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন অথবা ইলেক্ট্রনিক টেস্ট অ্যান্ড মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টস।

রেলের চাকরিতে মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেটের বৈধতা যাচাই : মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক সমতুল কোর্সগুলি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন বোর্ড বা কাউন্সিল পরিচালনা করেন। রেলের চাকরিতে গ্রাহ্য হয় সরকারি বা সরকার–স্বীকৃত বোর্ড ও কাউন্সিলগুলির পরীক্ষার সার্টিফিকেট। এবং CBSC (Council of Board of School Education in India) –র সদস্য এবং এদের তালিকাও পাওয়া যাবে www.cobse.org ওয়েবসাইটে। বলা যেতে পারে, প্রার্থীরাও রেলের চাকরির ক্ষেত্রে ওই সাইট থেকে বিভিন্ন বোর্ডের সার্টিফিকেটের বৈধতা যাচাই করতে পারেন।

কাজের খবর

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩১ জানুয়ারি – ৬ জানুয়ারি, ২০১৫

মেষ: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ–ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

ওরায়ন এডুটেক

কেন্দ্রীয় সরকারের N.S.D.C–র অনুমোদিত ট্রেডিং পার্টনার 'ওরায়ন এডুটেক' বারুইপুর ৪ নং প্ল্যাটফর্ম–এর পূর্বদিকে বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের নীচে। এটি একটি স্বনামধন্য ISO :9001:2008 সার্টিফায়েড ন্যাশনাল স্কিল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের মিশন পার্টনার এবং উৎকৃষ্ট প্রফেশন্যাল ভোকেশন্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়সের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ছেলে ও মেয়েরা অথবা কলেজ পড়ুয়া বা স্নাতকদের জন্য এই প্রকল্পে কর্মপযোগী কেরিয়ার কোর্সের জন্য মাত্র ১০% কোর্স ফি দিয়ে বাকি ৯০% রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে এডুকেশান লোনের মাধ্যমে উপলব্ধ করানোর ব্যবস্থা আছে। কোর্সের শেষে এই ইনস্টিটিউটই ট্রেনিং প্রাপ্তদের জন্য কর্পোরেট জগতে সুনিশ্চিত চাকরির গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার পর এই লোন অত্যন্ত সুবিধাজনক কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়। আগে টেলিফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে ০৩৩–২৪৬৩ ২৪৬৩/৯৮৩০৫০২৪৩৩ বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে।

আসন সংখ্যা সীমিত : সত্বর যোগাযোগ করুন

প্রজাতন্ত্র দিবসের ভাষণে শিক্ষক নিগ্রহের কথা বলে আক্রান্ত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ভাষণে রাজ্যের শিক্ষক নিগ্রহ নিয়ে বক্তব্য রাখায় তৃণমূল পরিচালিত পরিচালন সমিতির সদস্যদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন হাইস্কুলের এক শিক্ষক। অভিযোগ, শুধু মারধর নয়, প্রহৃত শিক্ষক গৌতম মন্ডলকে দু'দিন ধরে কোনও হাসপাতালে ভর্তি করা যায়নি তৃণমূল নেতাদের নজরদারির জন্য। কাকদ্বীপ থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে উল্টে কর্তব্যরত পুলিশ শ্লীলতাহানিতে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন বলেও অভিযোগ। পরে শিক্ষকের লিখিত কোনও অভিযোগ না নিয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার সঙ্গে থানায় বসিয়ে সালিশি সভা করে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেয় পুলিশ। প্রহৃত গৌতম মন্ডল কাকদ্বীপের শিবকালীনগর ঈশান মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক এবং স্থানীয় বাসিন্দা।

বুধবার অসুস্থ শিক্ষক গৌতমকে কাকদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবশেষে প্রহৃত শিক্ষক ৮ তৃণমূল নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে মারধরের ঘটনা অস্বীকার করেছেন কাকদ্বীপ ব্লক তৃণমূল শিক্ষক সেলের নেতা প্রশান্ত শাসমল।

তিনি বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবসের ভাষণে দেশের কথা না বলে রাজনীতির কথা বলায় অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওই শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কেউ মারধর করেননি। পরিচালন সমিতির সদস্যরা শিক্ষককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়ে সাহায্য করেছেন। ২০০৯ সালে এই স্কুলে সহ শিক্ষক পদে যোগ দেন গৌতম। তিনি সেকেন্ডারি টিচার এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ভাষণে কি বলেছিলেন তিনি? গৌতম বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে বেশ কিছু শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনার কথা বলেছিলাম।

পাশাপাশি রাজ্যে আইন ভাঙার যেপ্রবণতা বেড়েছে ও প্রতিনিয়ত অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে জনসমাজ তা নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য বোঝাতে শিক্ষক হিসেবে এই প্রসঙ্গগুলো এড়ানো যায় না। ওই দিন ভাষণ শেষে স্কুলের টিচার্স রুমে অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অভিযোগ, সেইসময় স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা পরিচালন সমিতির সভাপতি সহদেব বৈদ্য, সম্পাদক শুভ্রাংশু ওরফে বাবুসোনা কামার ও কয়েকজন সঙ্গী টিচার্স রুমে ঢুকে গিয়ে গৌতমকে ধরে বের করে নিয়ে আসেন। শিক্ষকের অভিযোগ, আমার জামার কলার ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারতে থাকেন বাবুসোনা ও সঙ্গীরা। স্টোনচিপের ওপর ফেলে বুট জুতো দিয়ে লাথি, ঘুষি ও বাঁশ দিয়ে মারতে থাকেন। এরপর প্রাণনাশের হুমকি দেয়। আমার পরিবারকেও শেষ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। মারধরের ঘটনার কথা জানানো হয় কাকদ্বীপ থানায়। কাকদ্বীপ থানা থেকে পুলিশ এসে প্রহৃত গৌতমকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

এরপর মারধরের অভিযোগ না নিয়ে গৌতমকে থানায় পাঁচ ঘন্টা আটকে রাখার পর পুলিশ বলে বাবুসোনা কামার না বললে থানা থেকে ছাড়া যাবে না। বাবুসোনা আসার পর পুলিশের সামনে উল্টে আমাকে হুমকি দিয়ে বলেন, অভিযোগ না করে বাড়ি যান। না হলে বাইরে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্লীলতাহানির মামলা করিয়ে দেব। এরপর হাসপাতালেও যেতে দেয়নি আমাকে। গ্রামের এক হাতুড়ের কাছে চিকিৎসা করানোর পর কার্যত দুদিন গৃহবন্দী ছিলেন গৌতম। বুধবার কয়েকজন শিক্ষকের সহায়তায় থানায় অভিযোগ জানানোর পর হাসপাতালে ভর্তি হন গৌতম। তবে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত শিক্ষক কথা বলতে গিয়ে বারে বারে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলছেন, আমি আর স্কুলে যেতে পারব না। কারণ ওরা প্রাণে মেরে ফেলবে। স্কুলের সম্পাদক বাবুসোনার ফোনে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) অর্ণব বিশ্বাস বলেন, ঘটনার দিন ঘেরাও শিক্ষককে উদ্ধার করে পুলিশ। শিক্ষকের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

কিন্তু গত বুধবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ কাকদ্বীপের ধলের খালের বাড়িতে ফেরার সময় পিছু নেয় তিন যুবক। এবং শিক্ষক ও তার স্ত্রীসহ পাঁচ বছরের শিশুকে উদ্দেশ্য করে খুনের হুমকি দেয়। এরপর শিক্ষক দম্পতি ও মানবাধিকার সংগঠনে প্রতিনিধি সমেত কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের দফতরে ও থানায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে ডেপুটেশন জমা করেন। তাঁর স্ত্রী শ্রাবন্তী দেবী বলেন, নিরাপত্তার অভাবে কার্যত তারা গৃহবন্দী। ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছে।

নটী বিনোদিনী পালায় মন কাড়লেন মহিলারা

মলয় সুর

বাংলাথিয়েটারজগতে একটা স্বপ্নপূরণের নাম নটী বিনোদিনী। আজ থেকে বহুবছর আগে এই অসাধারণ নাটকটি লিখেছিলেন ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়। এই বিখ্যাত নাটকটি বাংলার বহু নামজাদা শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। এমন কি একেবারে বাঙালির ড্রইংরুমে হাজির হয়েছিল নটী বিনোদিনী। সেই অনবদ্য সাড়া জাগানো নাটকটিতে এবার ১৯ জন গৃহবধূ তাদের দক্ষতা দেখালেন। সঙ্গে দুই শিশুশিল্পী। নটী বিনোদিনী চরিত্রে মুগ্ধ করেছেন বেঙ্গালুরুতে পাঠরতা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী পিয়ালী পাঠক। তাঁদের বৈদ্যবাটিতে একটি দল আছে। নাম ছদ্মম মহিলা নাট্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। ২৩ জানুয়ারি চন্দননগর দিনেমার ডাঙা নেতাজী সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করা বিজলী মুখার্জী উত্তেজনায় অস্থির। বললেন, অভিনয়ের দিন নিষ্ঠার সঙ্গে থাকি। সেদিন হাল্কা খাবার খাই। অমন এক বিশাল মাপের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা আমার অভিনয় জীবনের এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে ভাল লাগে গুর্মুখ রায় সাথী গাঙ্গুলী। দাশুবাবু চরিত্রে রীতা শীল এই অসাধারণ পালা উপহার দেওয়ার জন্য পরিচালক ইন্দ্রজিৎ গাঙ্গুলীকে সেলাম।

বাণীপুরের লোকউৎসব এক ঐতিহ্যবাহী মিলনমেলা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হাতে গোনা যে ক'টি ঐতিহ্যবাহী লোক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া থানাধীন বাণীপুর লোক উৎসব এবার ৬১ তম বর্ষে পদার্পণ করল বলে উদ্যোক্তারা জানালেন। তাঁরা আরও জানান, প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম রবিবার এক সপ্তাহব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন হয়। এবারে উদ্বোধন ১ ফেব্রুয়ারি। এই উপলক্ষ্যে ২৬ জানুয়ারি মেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি মিলন নাগ, যুগ্ম সম্পাদক পরিমল মিত্র ও তাপস চট্টোপাধ্যায়, সহ সভাপতি প্রসেনজিৎ দত্ত সহ সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

উদ্যোক্তারা জানালেন, গত শতকের পাঁচের দশকে এই লোক উৎসবের সূচনা করেছিলেন প্রফুল্ল হোড়রায়, হিমাংশু মজুমদার, বিমল মজুমদার, অমরেন্দ্র দত্ত চৌধুরি, ভগবান দাস গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল দাশগুপ্ত, অনিলরঞ্জন গুহ। এই উৎসবের তৎকালীন রূপকাররা এমনভাবে এর পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে এই মিলন মেলায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়।

একই সঙ্গে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের বর্ণময় লোকসংস্কৃতি, যা স্মরণাতীত কাল থেকে লোকশিক্ষায় বাহনের কাজ করছে, তার সংরক্ষণ বলেও উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, বাণীপুর মহাত্মা গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শে একটি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। শিক্ষার এই দুই অগ্রপথিকৃৎ তাঁদের শিক্ষাদর্শে কায়িক শ্রম ও আনন্দানুষ্ঠান যুক্ত করেছিলেন। লোক উৎসব এই আদর্শেরই ফলশ্রুতি। বাণীপুরে জনসাধারণের উদ্যোগে পরিচালিত এই উৎসবে এই আদর্শকেই অনুসরণ করা হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা দাবি করেছেন। বিগত দিনে এই বাণীপুর লোক উৎসবে এসে গিয়েছেন বহু প্রখ্যাত গুণী মানুষ।

যাঁদের মধ্যে আছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, সমরেশ বসু, ফুলরেণু গুহ, চিন্তামণি কর, শম্ভু মিত্র, অরুণ গুহ, কান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ড. পবিত্র সরকার, উপেন কিসকু, বিমল মিত্র প্রমুখ বলে লোক উৎসব সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্রে আরও জানা যায়, এই উৎসব কমিটির প্রধান হিসেবে পদাধিকার বলে থাকেন হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান। এই হিসেবে এবারে আছেন হাবড়া পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান নীলিমেশ দাস। জমজমাট এই মেলায় বিশাল জায়গা নিয়ে তৈরি চারটি মঞ্চে অনুষ্ঠান চলে। এবারে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে থাকছে দলগত লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনৃত্য, বসে আঁকো, শিশু স্বাস্থ্য, বিতর্ক, বিজ্ঞান, প্রতিকৃতি প্রতিযোগিতা। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গনে প্রতিদিন প্রদর্শনী হবে অভি প্রদর্শনী, যোগাসন, ব্রতচারী, জিমন্যাস্টিক, দড়ি টানাটানি প্রভৃতি। পিজিবিটি ময়দানে থাকছে ফুটবল প্রতিযোগিতা, গরু প্রদর্শনী এবং আদিবাসী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

প্রদর্শনীতে কৃষি, বিজ্ঞান ও গ্রামোন্নয়নের বিষয় ছাড়াও থাকছে বিভিন্ন জেলার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প। প্রতিবছরের মতো এবারও থাকছে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রদর্শনী। এছাড়াও উৎসবে থাকছে লোকনাট্য লেটো, আলকাপ, ভাঁড়যাত্রা। লোকনৃত্যে থাকছে ছৌ, নাটুয়া, পাইকনৃত্য, রায়বেশে, ঝুমুর, রণপা। পরিবেশিত হবে পুতুল নাচ, সঙের গান, ফকিরী গান এবং সকলের প্রিয় বাউল গান। প্রতিদিনই রাতে অনুষ্ঠিত হবে যাত্রা, কবিগান ও তরজাগান। আরও থাকছে সঙ্গীতানুষ্ঠান, নৃত্য, নৃত্যনাট্য, শ্রুতিনাটক, আবৃত্তি ও মূকাভিনয়। যাতে অংশ নেবেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট শিল্পীরা।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন আধুনিক ও লোকগানের শিল্পীবৃন্দ এসবের পাশাপাশি অন্যান্যবারের মত এবারও থাকছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও খাদ্যদ্রব্য সামগ্রীর স্টল সহ বাচ্চাদের খেলনা সামগ্রীর দোকান এছাড়া মেলাপ্রাঙ্গণে বিনোদনের উপকরণে থাকছে নাগরদোলা, মরণকূপ প্রভৃতি বলে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের এই লোকউৎসব প্রতিবছরের মতো এবারও বহু দূর দূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার জনসমাগমে সমৃদ্ধ হবে বলে উদ্যোক্তারা আশা করেন।

গোপাল নগরে বিজয়মেলা

অরিন্দম রায়চৌধুরী : লোককবি বিজয় সরকারকে মনে রেখে এই শীতে বাংলাতে আজও অনুষ্ঠিত হয় নানা ধরনের অনুষ্ঠান। লোককবি বিজয় সরকারের জন্ম বাংলা ১৩০৯ সনের ৭ ফাল্গুন অধুনা ওপার বাংলার যশোর জেলার ভূমদী গ্রামে। বিজয় সরকারের গানে রয়েছে প্রেম। কখনও তা ভগবৎ প্রেম, কখনও তা প্রকৃতি প্রেম আবার কখনও বা মানব প্রেম। আমরা ভুলতে পারিনা তাঁর বিখ্যাত গান:

'তুমি জানো তুমি জানোনা রে প্রিয়/ তুমি মোর জীবনের সাধনা।'

এমন অসংখ্য গানের অমর স্রষ্ঠা বিজয় সরকারকে মনে রেখে বনগাঁ মহকুমার গোপাল নগরে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় 'বিজয় মেলা'। রাজ্য তথ্য–সংস্কৃতি দপ্তর, কৃষি দপ্তরের আন্তরিক সহযোগিতায় এবারের মেলা ১৪ তম বছরে। মেলা মানে শুধুই দোকান খেলনা, বেলুন তা কিন্তু নয়। এখানে মেলা মানে মিলন। তাই তো ২২ জানুয়ারি রামচন্দ্রপুর প্রাথমিক স্কুল মাঠে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন ডাঃ প্রবীণ বিশ্বাস। প্রধান অতিথি ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস।

সাতদিনের এই 'বিজয় মেলা'র মূল মঞ্চের অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে নাটক, যাত্রা, কবিগান, আলোচনা, নৃত্যানুষ্ঠান, পালাকীর্তন প্রভৃতি। গত ২৩ জানুয়ারি এই বিজয় মেলার মঞ্চে হয়ে গেল বই প্রকাশ ও সাহিত্য পাঠ। প্রায় ৩৫ জন কবি মঞ্চে স্বরচিত কবিতা পড়েন। উত্তর ২৪ পরগনা ছাড়াও কলকাতা, হুগলি ও বর্ধমান থেকে কবিরা আসেন এই অনুষ্ঠানে। যাঁরা কবিতা পাঠে অংশ নেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি চুনিলাল মুখার্জী, নীলাদ্রি বিশ্বাস, চিন্ময় গোলদার, সমীর চক্রবর্তী, সুরঞ্জন বিশ্বাস, কৃশানু মল্লিক প্রমুখ। এই দিন প্রকাশ পায় কবি সুরঞ্জনা বিশ্বাসের কবিতার বই : 'মানুষ আমার দেবতা।' এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লেখক শ্যামাপ্রসাদ দাস।

এদিন নেতাজি এবং বিজয় সরকার প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা। বক্তব্য রাখেন, কামদেব দত্ত, অর্চনা বিশ্বাস, সনজিৎ সেন প্রমুখ। বিভিন্ন দিনে মহিলা কবিয়ালদের কবিগান অন্য মাত্রা পায়। অনুশ্রী চক্রবর্তীর লোকগান মনে রাখার মতো। বনগাঁ, সাতবেড়িয়া, গোপালনগর, রামচন্দ্রপুর সহ বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি প্রিয় মানুষ এই বিজয় মেলায় উপস্থিত ছিলেন।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের উল্টোদিকে ব্যস্ততম রাস্তা ডায়মন্ড হারবার রোডের পাশে একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের শোচনীয় অবস্থার অবসান স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি। ছবি: সোমতাপস

একটি ভ্যাকসিন সারাবে শিশুর পাঁচটি রোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সদর এসআর বাঙ্গুর হাসপাতালে একটি ভ্যাকসিনের মাধ্যমে শিশুদের পাঁচটি রোগের প্রতিষেধক দেবার কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ গত ২০ জানুয়ারি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শান্তনু বসু, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম দাস মালাকার জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রমুখ। পেন্টাভেলন ভ্যাকসিনের মাধ্যমে শিশুদের ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, টিটেনাস, হেপাটাইটিস–বি, হিমোফিলিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা (নিউমোনিয়া) রোগের প্রতিষেধক কর্মসূচি এবার থেকে পালন করা হবে। দেড় বছর আড়াই বছরের এবং সাড়ে তিন বছর বয়সে তিনবার টিকা দিলেই সব কটি রোগের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হবে। প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মী এই কর্মসুচিতে অংশ নেবে। প্রতিটি সাব সেন্টারে বিনামূল্যে এই প্রতিষেধক পাওয়া যাবে। ভারতে ২০টি রাজ্যে এই কর্মসূচি শুরু হয়ে গেছে। আমাদের রাজ্যে ১৬ জানুয়ারি এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন সভাপতি সামিমা সেখ বলেন, গঙ্গাসাগর মেলা থাকার জন্য একটু দেরি হল এই কর্মসূচির উদ্বোধন করতে। জেলাশাসক শান্তনু বসু এবং জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এই কর্মসূচি সফল করতে।

হতাশা থেকেই খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক বর্ধিষ্ণু জায়গার নাম হরিনাভি। ফ্ল্যাট কালচারে সেই হরিনাভি এখন অন্য রকম। ভোগের সভ্যতা যত বাড়ছে ততই বাড়ছে অপকর্ম। সোনারপুর থানা যাকে চোলাইয়ের ঠেক, ইভটিজিং বলে অভিহিত করছে। পুলিশের দাবি এসব তারা বন্ধ করে দিয়েছে। বাসিন্দারা অবশ্য মানতে নারাজ। এই চাপানউতোরের মধ্যে হরিনাভি দেখল নতুন জিনিস। প্রোমোটার, চূড়ান্ত ভোগ, হতাশা তারপর স্ত্রী পুত্রকে খুন। অন্য জায়গায় এসব আকচার হলেও হরিনাভিতে এই প্রথম। প্রবীন নাগরিকদের দাবি প্রোমোটিং যেখানে অবাধে ফ্ল্যাট কালচার তৈরি করবে সেখানে শঙ্করারা থাকবে। হতাশা গ্রাস করবে এলাকাকে। উল্লেখ্য শঙ্কর কর্মকার নামে এক প্রোমোটার তার স্ত্রী ও পুত্রকে গলা কেটে খুন করে বেপাত্তা বলে অভিযোগ। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে রহস্যভেদে নেমে পড়েছে।

মহানগরে

দমদমে প্রবীণ নাগরিকদের মিলনোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: 'নদীর টান–নৌকার গান' এই বিশেষ থিমকে উপস্থাপনের মাধ্যমে গত ১৮ জানুয়ারি 'প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা ও চড়ুইভাতি'র আয়োজন করে দক্ষিণ দমদম পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি। 'অমর পল্লী ক্রীড়াঙ্গন' স্থিত দীর্ঘ ১০ ঘন্টা ব্যাপী এই ব্যবস্থাপনায় ২১ নম্বর ওয়ার্ডবাসীর প্রায় হাজার পাঁচেক প্রবীণ–প্রবীণার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদিন সকালে শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল লোকবাদ্যযন্ত্রের কনসার্ট। প্রাতঃরাশের পর লোকশিল্পীদের 'নদীর গানে' বিশিষ্ট অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রবীণ অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মালদহ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ডঃ অমরকান্তি রায় ও লোকশিল্পী গবেষক সোমা মুখোপাধ্যায়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় দমদম কেন্দ্রের সাংসদ প্রাক্তন অধ্যাপক সৌগত রায়। সমগ্র মিলনোৎসবের পরিচালনায় ছিলেন স্থানীয় প্রাক্তন পুরপ্রতিনিধি সত্যব্রত সাঁতরা।

বাড়ি নয়, বর্তমানে পুর আয়ে ভরসা যোগাচ্ছে সুলভ শৌচাগার

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা মহানগরীতে স্কুল–কলেজ থেকে কর্মসূত্রে বেরনো মেয়ে–মহিলাদের যে বিষয়টি একান্তই প্রয়োজন সেটাই এখন কলকাতা পুরসভার ভাঁড়ারের হাঁড়ির হাল মেটাতে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পুরসভার ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি হল সুলভ শৌচাগার। পুরসূত্রে খবর, চলতি ২০১৪–'১৫ অর্থবর্ষে শতকরা হিসাবে বিল্ডিং দফতরের তুলনায় শৌচাগার থেকে আয়ের পরিমাণ বেশি। কারণ কলকাতা মহানগরীতে চলতি অর্থবর্ষে শৌচাগার নির্মাণ থেকে পুরসভার আয় প্রায় ৪০ শতাংশ বেড়েছে। পুরসূত্রে খবর, কলকাতা শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডে এ পর্যন্ত পুরনির্মিত সুলভ শৌচালয় প্রায় ৪৩০টি। এর মধ্যে ৬০টি হল দ্বিতল বিশিষ্ট। একতলা মহিলাদের জন্য আর দ্বিতল পুরুষদের জন্য। আর একই ভবনে এপার–ওপারে মহিলা ও পুরুষদের শৌচালয় আছে ৩৫০টি জায়গায়। পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য বর্তমান পুরবোর্ডে যে প্রায় ৩০০টি সুলভ শৌচালয় তৈরি হয়েছে সবই মহিলা পুরুষ উভয়ের জন্য নির্মিত হয়েছে। শৌচালয় পিছু পুরনির্মাণ ব্যয় ১২–৩০ লক্ষ টাকা। নির্মাণের পর দরপত্র ডেকে নিত্য পরিচালনা থেকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়–দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থা থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর

এলাকা বিশেষে প্রতিটি দরপত্র থেকে পুরসভার ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতি বছরে আয়ের পরিমাণ প্রায় দু'কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের বক্তব্য শহরের বাইরে থেকে নিত্য ১৬–২০ লক্ষ লোক কলকাতা শহরে আসেন আর তাঁরাই যত্র তত্র শৌচকর্ম করায় শহরটা দূষিত হচ্ছে। তবে পুরসভা এটা চলতে দিতে পারে না। শহরের যেখানেই উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই একতলা থেকে দ্বিতলা সুলভ শৌচালয় নির্মাণ করবে।

গত অর্থবর্ষের তুলনায় চলতি অর্থবর্ষে বিল্ডিং দফতর থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ আয় কমে গিয়েছে। কমার কারণ অনুসন্ধানে কলকাতা মহানগরীতে আগামী দিনে 'পর্যাপ্ত জমির অভাব' থেকে 'পুরনো সম্পত্তি বিক্রির দীর্ঘ সমস্যা' ইত্যাদি বিষয়গুলি উঠে এসেছে। পাশাপাশি, আবাসিক বাড়িগুলি থেকে নিত্য বছর নয়া নক্শা অনুমোদনের জন্য যে আবেদন জমা পড়ে তার সংখ্যাও তলানিতে এসে ঠেকেছে। গত অর্থবর্ষে যেখানে নয়া নক্শা অনুমোদনের জন্য পুর বিল্ডিং দফতরে প্রায় ৩৫০০টি আবেদন জমা পড়ে, সেখানে বর্তমান অর্থবর্ষে ১৫০০টিও নক্শা অনুমোদনের জন্য জমা পড়েনি। আর সেজন্যই বর্তমান অর্থবর্ষে পুর আয়ও কমেছে।

ডালহৌসিতে এ আমলেও 'পলাশীর লুণ্ঠন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : অনেকটা ব্রিটিশ আমলের 'পলাশীর লুণ্ঠন' বা 'সম্পদের নির্গমন তত্ত্বে'র মতো। ব্রিটিশদের পর এবার দেশের দুষ্কৃতিরাও দেশের 'হেরিটেজ সম্পত্তি লুঠ' করতে লাগলো। কলকাতা পুরসভার সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে নাগরিকদের কষ্টার্জিত করের টাকায় গত তিন বছর যাবত শহর সাজাতে উদ্যোগ হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ডালহৌসি চত্বর অধুনা বিনয়–বাদল–দিনেশ বাগ এলাকা জুড়ে ব্রিটিশ আমলের 'আদলে' হেরিটেজ রেলিং লাগানো হয়। কিন্তু সেই মূল্যবান হেরিটেজ রেলিং বি–বা–দি বাগ এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে দুষ্কৃতীরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

পুর ভাঁড়ার এমনিতেই ফাঁকা তার ওপর বিষফোঁড়ার মতো চুরি যাওয়া এই রেলিং নতুন করে লাগানো বা মেরামতি করতে গিয়ে পুরসভাকে বছরে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খেসারত দিতে হচ্ছে। পুর আধিকারিকদের বক্তব্য, চুরি আটকানো পুরসভার কাজের মধ্যে পড়েনা। সেজন্যই চুরি ঠেকানোর পুরসভার পরিকাঠামোর মধ্যে নেই। এটা কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক দফতরের কাজ। তাদের নিত্য ব্যর্থতার জন্য মূল্যবান রেলিং নিত্য চুরি হচ্ছে।

পুলিশকে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে। আর কত বলবো। আমরা তো খাতা কলম ছেড়ে কলকাতার রাস্তায় নজরদারি চালাতে পারি না। কলকাতা ট্রাফিক বিভাগের বক্তব্য আমাদের এত লোক নেই যে পুরসভার রেলিংয়ের ওপরে নজরদারি চালাতে পারবো। তবে পুরসভা এমন অবস্থায়ও কলকাতার সৌন্দর্যায়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ডালহৌসি চত্বরে 'হেরিটেজ লুক' ফেরাতে রাস্তার মাঝে পাশে 'হেরিটেজ রেলিং', 'হেরিটেজ ল্যাম্পপোস্ট', 'হেরিটেজ বসার বেঞ্চ' ইত্যাদি ব্রিটিশ আমলের বিষয়বস্তু লাগানো হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ৩১ জানুয়ারি – ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

ঘিসিংয়ের বাতিল দর্শন

বর্ণময় পাহাড়ের বর্ণময় চরিত্র সুবাস ঘিসিংয়ের জীবন অবসান হল দিল্লিতে। শেষ হয়ে গেল উত্তর বাংলার গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের এক জঙ্গি যুগের। বিগত বাম আমলে দার্জিলিংয়ে গোর্খা ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে সামান্য চা বাগানের এক অখ্যাত ব্যক্তি সুবাস ঘিসিং রাতারাতি রাজনীতির আঙিনায় পা রাখেন। রাজনীতির কারবারিরা সেদিন ঘিসিংয়ের জঙ্গি আন্দোলনকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। কেন্দ্র–রাজ্যের টানাপোড়েন চলেছিল দীর্ঘদিন। সে সব আজ ইতিহাস। একদা সুবাস শিষ্য বিমল গুরুং আজ পাহাড়ের একনায়ক হয়েছেন। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে অন্দোলন সুবাস ঘিসিংয়ের হাত ধরে পাহাড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল সেই সুবাস ঘিসিং শেষ কয়েকটি বছর পাহাড় থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নির্জনে ব্রাত্য সুবাস ঘিসিং শিলিগুড়িতে আস্তানা গেড়েছিলেন। তাঁর একদা সাধের লালকুঠিতে আজ বিমল, রোশনদের দাপাদাপি। সুবাস ঘিসিংয়ের স্ত্রীর মৃত্যুতে শেষ দর্শন করতে পারেননি পাহাড়ে। বলা ভালো তাঁকে যেতে দেয়নি বর্তমান জিটিএ প্রশাসন। ইতিহাসের চাকা এমনভাবেই ঘুরে যায়। দিল্লিতে যখন ক্যান্সারে আক্রান্ত সুবাস ঘিসিং মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তার কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই তাঁর একদা শিষ্য বিমল গুরুং সেদিন গোর্খাল্যান্ডের নানা হিসাব নিকাশ মেটাতে দিল্লির দরবারে। পাহাড়ে আগুন জ্বালানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঘিসিং। জাতিবিদ্বেষ, বহু নিরীহ মানুষের প্রাণহানি, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে দিয়ে এ রাজ্যের তৎকালীন বাম সরকার এবং দিল্লির শাসকরা অনেক ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল ঘিসিংয়ের হাতে। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ছিল ভুরি ভুরি। পাহাড়ে শান্তি আসেনি। দিনের পর দিন আর্থিক ক্ষতি আর জাতি বিদ্বেষের মালিন্য নিয়ে হিমালয়ের এই সুন্দর অঞ্চলটি আক্ষরিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ব্যাঙ্গ করে গিয়েছে স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও। ঘিসিং জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন ক্রমশ, সেই শূন্যস্থান দখল করতে বিমল–হরকা বাহাদুরদের উত্থান। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আন্দোলন আরও তীব্র হয়েছে। পাহাড়বাসীর ক্ষোভকে নেতিবাচক রাজনীতির পাঁকে নিমজ্জিত করে দিয়েছেন দিনের পর দিন। রাজ্যে তিন বছর আগে পরিবর্তন এসেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি রক্ষায় প্রতিশ্রুত মতো অনেক আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে পাহাড়কে শান্ত করেছেন। কিন্তু ঘিসিং ফ্যাক্টর আজও পাহাড়ের জাতিবিদ্বেষের সমীকরণকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে বারংবার। রাজ্য ও কেন্দ্র কোনও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন কিনা তা আগামী দিনে ইতিহাস মূল্যায়ন করবে। ইতিহাসে সুবাস ঘিসিংকে ভারত সংস্কৃতি বিদ্বেষী বিচ্ছিন্নতাবাদী আপাত ব্যর্থ এক চতুর জঙ্গি নেতা হিসাবে চিহ্নিত করবে। ঘিসিংয়ের বাতিল হয়ে যাওয়া দর্শন থেকে আগামী দিনে বর্তমানের গোর্খল্যান্ড পন্থী নেতারা কিংবা কেন্দ্র–রাজ্যের রাজনীতিকরা আদৌ কোনও শিক্ষা নিলেন কিনা তা আগামী দিন বলবে।

অমৃত কথা

৪৪২ মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বললেন, 'ভাই আমি জীবকে এতো প্রেম দিই, তবুও ওদের কিছু হয় না কেন?' নিত্যানন্দ বললেন, 'ওরা স্ত্রী সংসর্গ করে বলে কিছু থাকে না।' মহাপ্রভু বললেন, 'শোনো নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের গতি কোনওকালে নাই।৪

৪৪৩ আপনার ভেতর আপনাকে দেখতে পেলে তো সব হয়ে গেল, এইটি দেখতে পাওয়ার জন্যই সাধনা আর ওই সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না সোনার প্রতিমা ঢালাই হয় ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার।

৪৪৪ সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান দীপের আলোর মতো, ঘরের ভেতরটাই আলো হয় নিজের দেহ ঘরকন্যা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারে না কিন্তু সর্বত্যাগীর জ্ঞান সূর্যের আলোর মতো। সে আলোতে ঘরের ভেতর বাহির সব দেখা যায়।

৪৪৫ বিষয়ী লোকদের ব্রহ্মানন্দর চেয়ে বিষয়ানন্দ ভালো লাগে। মথুরবাবু তাঁর কাছে ভাব সমাধির জন্য প্রার্থনা করাতে, ভাব সমাধি হয়। কোনও ডাক্তার আরাম করতে পারলো না। কেউ বললে ভট্টাচার্জি মশাইয়ের মতো হয়েছে (পরমহংসদেবকে অনেকে ভট্টাচার্জি বলতো)। সেই ভাবের ঘোর মধুরবাবুর ১৫ দিন ধরে ছিল। তিনি (পরমহংসদেব) গিয়ে গায়ে হাত বোলাতে আরোগ্য হয়, তখন মথুরবাবু বললেন, 'বাবা' (মথুরবাবু পরমহংসদেবকে বাবা বলতেন) 'আমার এ অবস্থার এখন কাজ নেই, ছেলেরা বিষয় টিষয় দেখতে পারবে না।'

৪৪৬ কোনও গুরুর এক রাজা শিষ্য ছিল। রাজাকে গুরু উপদেশ দিলেন সর্বভূত সমান। রাজা বাড়িতে এসে মেয়েকে ভোগ করতে ইচ্ছা করলেন ও মনে ভাবলেন, 'মাগও যে মেয়েও সে।' রাণী গুরুর কাছে গিয়ে বলাতে, গুরু বলে দিলেন ভাত দেওয়ার সময় তরকারীর সঙ্গে এক বাটি গু দিও; রাণী তাই করলো, রাজা তা না খেতে পেরে, গুরুকে বললেন, 'আমি তো খেতে পাল্লুম না, আপনি খান দিকিনি।' গুরু পুকুরে ডুব দিয়ে শূকর রূপ ধরে এসে গু খেয়ে আবার ডুব দিয়ে মানুষ হয়ে এলেন। রাজা বললেন, 'কই খেলেন না?' গুরু বললেন, 'কেন ওই যে শূকর রূপ ধরে খেয়ে এলাম।' তাতে রাজার জ্ঞান হল।

৪৪৭ রামচন্দ্রকে সেতু বেঁধে সমুদ্র পার হতে হয়েছিল, আর হনুমান 'জয়রাম' বলে অনায়াসে সমুদ্র পার হয়ে গেল।

ফেসবুক বার্তা

সম্প্রতি মঙ্গোলিয়াতে আবিষ্কৃত হয়েছে এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অদ্ভুতর ২০০ বছরের পুরোনো একটি ধ্যানমগ্ন মমি। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ কোনও বিকৃতি বা পচন আসেনি মৃতের শরীরে। দলাইলামাদের আদি পুরুষ হিসেবে মনে করা হচ্ছে তাঁকে।

বাহুবলীরাই গণতন্ত্রের শক্তি

পর্ব ৯

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত সপ্তাহে ভারতীয় রাজনীতিতে খুনী, ধর্ষক, ডাকাত, গুন্ডা অপরাধী সংসদ সদস্য এবং বিধায়কদের বিভিন্ন রাজ্যগত আলোচনায় ঝাড়খন্ড বিহার–উত্তরপ্রদেশ দিল্লি গুজরাট রাজ্যে কংগ্রেস বিজেপি সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের পরিসংখ্যানগত পর্যালোচনা করা হয়। দাগী অপরাধীদের তালিকায় প্রায় প্রতিটি রাজ্যে–কংগ্রেস বিজেপির অবস্থান প্রায় সমান সমান। কংগ্রেসের শ্লোগান নির্মল ভারত অভিযান ধার করা শব্দ 'স্বচ্ছ ভারত' গড়ে তোলার শ্লোগানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বিজেপির 'মুখ ও মুখোশ' নীতি। সামনে শুদ্ধ সাফাই অভিযান ভেতরে অপরাধীর আশ্রয় দান।

অন্যান্য রাজ্যে দাগী অপরাধীদের আইনসভায় অবস্থানগত আলোচনার আগে পশ্চিমবঙ্গের সংসদ সদস্য, বিধায়কদের খুন–ডাকাতি–নারী নির্যাতনের অভিযোগ সংক্রান্ত সামগ্রিক চিত্রটা পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে বাংলার মার্জিত রুচিবান ভদ্রলোকেদের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা। বামফ্রন্টের আমলে এমন অনেক বিধায়ক মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল যারা সরাসরি ভাবে খুনের সাথে যতটা না যুক্ত ছিল তার চেয়ে বেশি যুক্ত ছিল বিরোধী দলের কর্মী সমর্থককের খুন করার ইন্ধন দিয়ে। ১৯৭৭–২০১১ দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম জমানায় খুন হয়েছে প্রায় ৪৫ হাজারে ওপর মানুষ। যার মধ্যে ৬০ শতাংশ রাজনৈতিক হত্যা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যুক্ত ছিল বামফ্রন্টের বড়–মেজ–সেজ শরিক দলগুলি। সুশান্ত ঘোষ–লক্ষ্মণ শেঠ–নারায়ণ বিশ্বাসরা শুধু নয়, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, পূর্ব–পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, দক্ষিণ–উত্তর চব্বিশ পরগনা সহ পশ্চিমবঙ্গে ২০ টি জেলায় একাধিক নেতা বিধায়ক সাংসদ নয়নের মণি বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ত দিয়ে নয়, রক্ত নিয়ে রক্ষা করার বর্বরোচিত গণহত্যা ধর্ষণের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অপরাধের অপরাধী। কিন্তু শয়তানের দুর্বুদ্ধি ছলনার কৌশলে শয়তান বারবার পার পেয়ে গেলেও শেষমেশে আর রক্ষা পায় না। শয়তান মরে নিজের শয়তানীর কাছে। বিপদ কালে বুদ্ধিনাশ। ধূর্ত শেয়ালকে রক্ষা করবে কে? বামফ্রন্ট ২০১১ সালে বিদায় নেবার পর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ তাদের আর ফিরিয়ে আনতে চায় না। বিধানসভা, লোকসভা, পঞ্চায়েত বিভিন্ন উপনির্বাচনে তাদের বাজারদর ক্রমশ পড়ছে। অনেকটা শেয়ার বাজারের রিসেশনের মতো হাল এখনকার বামপন্থী দলগুলির।

বামফ্রন্টের মূল্যায়ন করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। ফিরে আসি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অপরাধী প্রতিনিধিদের বিষয়গত আলোচনায়। গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি আসনে ১৮৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তার মধ্যে ১৪ শতাংশ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হলফনামা দিয়ে স্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার অভিযোগ তার সঙ্গে ৮ শতাংশ প্রার্থীর বিরুদ্ধে মারাত্মক ফৌজদারী মামলা ঝুলছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৬ জন সংসদ সদস্য ফৌজদারী অপরাধে চার্জশিট রয়েছে। মুর্শিদাবাদের সাংসদ সদস্য ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে ১৪টি মামলা রুজু হয়েছে। অতীতে সংসদ সদস্য থাকাকালীন একটি খুনের অভিযোগ মামলায় জেলে যেতে হয়েছিল এই সংসদ সদস্যকে। তৃণমূলের সংসদ সদস্য শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা রয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী কাঁথির সংসদ সদস্য ২৮ বছর ধরে তাঁর বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মামলা চলছে। এখনো তার নিস্পত্তি হয় নি। ২০০৯ সালে ৬ জন পশ্চিমবঙ্গের সংসদ সদস্য ছিল ফৌজদারী অপরাধে যুক্ত।

রাজ্য বিধানসভায় ফৌজদারী অপরাধী সদস্যর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৯৪ জন বিধানসভার সদস্যর মধ্যে ১০২ জনের বিরুদ্ধে অপরাধের মামলা রয়েছে। দাগী অপরাধীদের পরিসংখ্যা ২০ শতাংশ। ২০০৬সালের বিধানসভায় দাগী অপরাধীদের সংখ্যা ছিল ৮ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশায় ৭ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন ধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছে।

ওড়িশায় ৩ জন সংসদ সদস্য, ৩০ জন বিধায়ক ফৌজদারী অপরাধী। সবচেয়ে বেশি অপরাধী প্রতিনিধিত্ব করে বিজু জনতা দল থেকে ১৮ জন বিধায়ক। ওড়িশার পিপলি বিধানসভার সদস্য প্রদীপ মহান্তির বিরুদ্ধে ২৯টি ফৌজদারীর মামলা রুজু হয়েছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যের মধ্যে অসমে ১০ শতাংশ, মেঘালয়ে সিকিম এবং নাগাল্যাণ্ডে ১ শতাংশ অপরাধী প্রতিনিধি রয়েছে। ছোট রাজ্য গোয়া এবং দক্ষিণের তামিলনাড়ুতে ৩০ শতাংশ, পণ্ডিচেরিতে ৩৩ শতাংশ, রাজস্থানে ১৫ শতাংশ, পাঞ্জাবে ১৫ শতাংশ, উত্তরাখণ্ডে ২৫ শতাংশ অপরাধী প্রতিনিধি রয়েছে। ? দেশের একমাত্র রাজ্য মণিপুর যেখানে কোনও সংসদ সদস্য বা বিধায়ক আসনের দৃষ্টিতে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হয় নি।

ভারতীয় রাজনীতিতে অপরাধীকরণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একদা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণ বলেছিলেন যে দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীল মনোভাব থাকা দরকার। রাজনৈতিক দল জাতীয় স্তর থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে অপরাধীদের প্রার্থী করা বন্ধ করলে দেশের রাজনীতি থেকে অপরাধীকরণ বন্ধ করা যাবে। প্রশ্ন হল বেড়ালের গলায় কে ঘন্টা বাঁধবে? ক্ষমতার লালসায় ভারতের জাতীয় আঞ্চলিক দল অপরাধীদের সাথে জোট বন্ধন করে আছে। তা না হলে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে না। বিপুল অঙ্কের অর্থ আসবে না। একদিকে কালো টাকার থলি অন্যদিকে অপরাধীর রক্ত মাখা হাতের আশীর্বাদ আছে বলেই দেশের ৯৯.৯% শতাংশ দল ক্ষমতার লড়াইতে থাকতে পারে। দেশের অপরাধ চক্রের ইন্দ্রজাল বিস্তারে এরাই মূল শক্তি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নারায়ণ বা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কিংবা মনমোহন সিংরা চাইলেও তাদের দল কংগ্রেস বা বিজেপি চায় না বাহুবলীরা রাজনীতি থেকে সরে যাক। ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নির্বাচনী সংস্কার আইন প্রণয়ন করতে এই দলগুলি পার্লামেন্টে সব শেয়ালের এক সুর তুলে বাতিল করে দিয়েছে অপরাধী নির্বাচনে লড়াই–এর বিধি নিষেধ। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি তো এই আইন বাতিলের জন্য অর্ডিন্যান্স জারির সাক্ষী। অতএব রাজনীতিতে অপরাধকরণের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজ যতই চিৎকার, মিটিং মিছিল করুক অথবা সর্ব্বোচ্চ আদালতে ডিভিশন বেঞ্চ অপরাধী সাংসদ বিধায়কের ফৌজদারী মামলার নিস্পত্তি করবার সীমারেখা ২০১৫–র মে মাসের মধ্যে বেঁধে দিক। আদৌ কি সম্ভব অপরাধীকরণের রাজনীতির নির্মূলকরণ? চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী? তবে তাও আশা নিয়েই যেমন মানুষ বাঁচে তেমন এ ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে এগোতে হবে ভারতবাসীকে। হয়তো বা এমন একদিন আসবে যেদিন অপরাধকরণের কালকুঠুরি থেকে রেহাই মিলবে তাদের। সেই দিন কবে আসবে তা লাখ টাকার প্রশ্ন। তাও আশাবাদী হতেই হবে। একটা কথা অনস্বীকার্য গণমাধ্যম বিশেষ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যাপ্তি ঘটার পর থেকে কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত অপরাধীরাও বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। তারা বেশ বুঝতে পারছে আগের মতো অন্যায় করে বা জোরজুলুম চালিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য বজায় রাখা যাবে না। সুতরাং মিডিয়ার এই উত্থান পর্বকে স্বাগত জানাতেই হবে আমাদের। অনেক গোপন অন্ধকারকে এক নিমেষে দূরীভূত করতে পারে গণমাধ্যমের অগ্রসর হওয়া।

জীবন সায়াহ্নে ভারতরত্ন অটলবিহারী

সঞ্জয় ঘোষ

আজ জীবন সায়াহ্নে এসে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। জীবনের একেবারে শেষ লগ্ন এসে উপস্থিত। সূর্য পশ্চিমদিগন্তে অস্তমিত প্রায়। দিনান্তের শেষ আলোয় গোধূলীর গেরুয়া আভা। হঠাৎ এই পড়ন্ত বেলায় প্রবহমান জীবন নদী সাগরে মিশে যাওয়ার আগে তার উপর এক তীক্ষ্ণ জ্যোতি–ভারতরত্ন।

অটল বিহারীজির কথা বলছিলাম, ভারতরত্ন তো তিনি ছিলেনই। তাঁকে দিলেই বা কী, আর না দিলেই বা কী! তবু জানতাম, এবার তাঁকে ভারতরত্ন উপাধিতে সম্মানিত করা হবেই। নরেন্দ্র মোদি যখনই প্রধানমন্ত্রী হয়ে এসেছেন, তখনই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, অন্তত তিনি এখনও বেঁচে আছেন। যদিও নিতান্তই শারীরিক কারণে নবতিপর এই মানুষটিকে জীবনের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, অনুভূতি–কোনও কিছুই আর তেমনভাবে আকৃষ্ট করে না। কাগজেই বার বার পড়ছি, তিনি কথাবার্তা প্রায় একেবারেই বলেন না। খুব নিকটজন বা পরিচিত ছাড়া কাউকে চিনতেও পারেন না। আহারাদিও নিশ্চয়ই তেমনই। আর ডাক্তার, নার্স, ফিজিওরা তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। এহেন মানুষটির কথা ভাবুন, তিনি আজ ভারতরত্ন। কিন্তু তিনি নিজেই ব্যাপারটি কতদূর বুঝতে পারছেন সন্দেহ। খুশি বা আনন্দিত হওয়া তো বহু দূরের কথা।

কথা ছিল কিন্তু অন্যরকম। তাঁর মতো বিরাট মাপের ব্যক্তিত্বকে ভারত রাষ্ট্র অনেক আগেই সম্মানিত করতে পারত। মানে রাষ্ট্রের পারা উচিত ছিল। পারেনি, তার এক এবং একমাত্র কারণ তৎকালীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা রাজনীতিকে আগে এবং নিরপেক্ষতা–ও নৈতিকতাকে অনেক পরে স্থান দিয়েছিলেন। অটলবিহারীজির প্রায় অর্থশতাব্দীর ছায়াসঙ্গী লালকৃষ্ণ আদবানি বলেছেন, ২০০৯ সালে তিনি ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, তিনি যেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নাম ভারতরত্ন খেতাবের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, মনমোহন আদবানির চিঠির কোনও গুরুত্ব দেননি। আর অটলবিহারীজির নাম সুপারিশও করেননি।

এই প্রসঙ্গে বলব না বলব না করেও কিন্তু নিতান্ত অনিবার্যভাবে এসে গেল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম। স্বাধীন ভারতে যাঁর নাম ভারতরত্ন উপাধির জন্য প্রথমেই বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। তাঁকে কংগ্রেস সরকারের প্রথম মনে পড়ল, ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের আমলে। তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিসভা ঠিক করে নেতাজিকে ভারতরত্ন দেওয়া হবে। বলাবাহুল্য, তাদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা দেশ, বিশেষ করে বঙ্গবাসী সমস্ত মানুষ এই নিয়ে তুমুল বিরোধিতা ও প্রতিবাদ শুরু করে। দেশের সর্বস্তরে এই সিদ্ধান্তের দারুণ সমালোচনা হয়। আর বাস্তবিক হওয়ারই কথা। হবে নাই বা কেন। নেতাজিকে কিনা ভারতরত্ন দেওয়া হচ্ছে কড়ে আঙুলের যোগ্যতারও অধম অনেক তথাকথিত কেষ্টবিষ্টু। আর যোগ্য হলেই বা কী। যোগ্যতার থেকেও জীবনে সুযোগ সন্ধানী অনেক বেশি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তো একরকম নিজেকেই নিজে ভারতরত্নে ভূষিত করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ইন্দিরা গান্ধিও স্বঘোষিত ভারতরত্ন। এছাড়া, ভারতের বেশ কয়েকজন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিও এই খেতাব পেয়ে গিয়েছেন শুধু কংগ্রেসী রাজনীতি করার সুবাদে। তাঁরা শুধু শুধু রত্ন পাওয়ার রত্নের ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি কমেছে। এ কথা তো বলাই বাহুল্য। বরং তুলনায় অনেক অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁরা সত্যিকারের যোগ্য ভারতরত্ন। যেমন লতা মঙ্গেশকর ও শচীন তেন্ডুলকর। দুজনেই সাম্প্রতিককালে ভারতরত্নে ভূষিত হয়েছেন। আবার যেমন যোগ্য মাদার টেরিজা, আর যোগ্য মহাকাশ বিজ্ঞানী ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এ পি জে আবদুল কালাম। আরও অতীত দিনের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। আবার প্রশ্নাতীতভাবে যোগ্য ভারতরত্ন পশ্চিম বাংলার রূপকার ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এঁদের খেতাব–প্রাপ্তিতে একশো শতাংশ যোগ্যতা ও অধিকার, তাতে বিন্দুমাত্র কোনও সংশয় নেই।

অতঃপরে ফিরে আসি, পুনরায় অটলবিহারীজির কথায়। কী অসামান্য ব্যক্তিত্বই না ছিল তাঁর। আর কী অসামান্য বাগ্মিতা। কতকাল, কত যুগ দেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক এবং সাংসদ ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে এবং পরে চিরদিন সবাই তাঁকে সবিশেষ গুরুত্ব দিত। তাঁকে মানত। শ্রদ্ধা করত। প্রায় সব দলের কাছে তিনি ছিলেন অসম্ভব গ্রহণযোগ্য। কোনও রাজনৈতিক দল, এমনকী তাঁর চরম বিরোধীরাও তাকে হেলাফেলা করার সাহস দেখায়নি। যাঁরা তাঁকে 'হিন্দুত্বের মুখোশ' বলে কটু সমালোচনা করেছেন, তাঁরা অচিরেই মানুষের কাছে নিজেরা কটু হয়ে গিয়েছেন। তাঁর তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। তিনি শুধু সামনে অথবা অলক্ষ্যে মৃদু মৃদু হেসেছেন।

শেষেরও শেষ পর্যায় পৌঁছে সব বিচার বিশ্লেষণ করতে বসলে মনে হয়, রাজনীতিক অটলবিহারীজির সঙ্গে মানুষ অটলবিহারীজির দ্বন্দ্ব না থাকুক, বিরাট একটা প্রতিযোগিতা আছে। একে অপরের ঠিক প্রতিদ্বন্দ্বী না হলেও প্রতিযোগী। কখন কে হারে, কে জেতে বলা মুশকিল। দুই অটলবিহারীই বিরাট, দুজনেই শক্তিশালী। একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, দল সংগঠক, কর্মনীতিতে পোক্ত ও পারদর্শী আর অন্যজন হৃদয়বান, সৌন্দর্যপ্রিয়, মানবদরদি এবং অবশ্যই আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী।

প্রথম জীবনে একসময় শ্যামাপ্রসাদের একান্ত সচিব ছিলেন তিনি। তাঁরই আদর্শে গড়া। তবে ভারতীয় রাজনীতিতে অটলবিহারীজীর একটি বিশেষ সুনির্দিষ্ট আসন ছিল। একটি বিশেষ স্থান পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কী ব্যক্তিজীবনে, কী সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর একটি অননুকরণীয় ভঙ্গিমা ছিল, আর কেউ কখনও ঠিক তাঁর মতনটি হতে পারেননি। তিনি অনন্য। আর সেই অনন্য ভঙ্গি, অনন্য মূল্যবোধ, অনন্য বিচারধারা নিয়েই তিনি দেশ শাসন করেছেন। বলা ভাল, দেশসেবা করেছেন। এত বিরাট মাপের রাজনীতিক, এত জনপ্রিয়তা, এত গ্রহণযোগ্যতা ছিল তাঁর, কিন্তু সেজন্য এতটুকু অহমিকা, কেউ কখনও দেখেছে তাঁর মধ্যে? এতটুকু ঔদ্ধত্য? কথাবার্তায় এতটুকু পরিমিতিবোধের অভাব? কিংবা বিরোধীদের তোপের মুখে এতটুকু অসহিষ্ণুতা? না, কেউ কখনও দেখেনি। দেখার সুযোগই পায়নি। পেলে হয়তো তাদের লাভই হত। সমালোচনা করার অন্তত একটা সুযোগ পেত। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ কাউকে কখনও দেননি।

আগে বিদেশমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর বিদেশনীতিই। বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একটা সমঝোতা ও সমাধানের পথ খোঁজা। তাঁর যুগান্তকারী প্রয়াস 'লাহোর বাসযাত্রা।' এটি বাজপেয়ীজির রাজনৈতিক জীবনের একটি 'ল্যান্ড মার্ক'। বাসে সেদিন তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন বহু বিশিষ্ট ভারতীয়। অতঃপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং নওয়াজের আতিথ্য গ্রহণ। ভারত–পাকিস্তানের বিষয় এই যে, এই সুন্দর সফর এবং সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ ও মতবিনিময়ের পরেও (ঐ শহরেই) পাকিস্তানের আচমকা ভারত আক্রমণ। এবং শুরু কার্গিল যুদ্ধ। তখন ওই সংকট মুহূর্তে বাজপেয়ীজীই কিন্তু দেশকে নেতৃত্ব দিলেন দৃঢ়তার সঙ্গে। এবং শেষ পর্যন্ত ভারত সেই যুদ্ধে জয়ী হল। বহু ভারতীয় স্থলসেনার আত্মবলিদানের পর পাকিস্তান পিছু হটতে বাধ্য হল। সেটা ১৯৯৯ সাল।

তারপরেও অটলবিহারীজি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন পুরো পাঁচ বছর। ২০০৪ সাল পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সড়ক যোজনাও তার একটি বিশেষ সফল পরিকল্পনা, যা সেই আসমুদ্র হিমাচল বিরাট ভারতবর্ষকে সড়কপথে দারুণভাবে সংযুক্ত ও উন্নীত করেছে।

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে ছেড়ে ব্যক্তি বাজপেয়ীজির প্রসঙ্গে আসি। ২৫শে ডিসেম্বর তার জন্ম। বড়দিনের অতি শুভক্ষণে। তাঁর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে বোঝাই যায়, তিনি মানুষ হিসেবে কতখানি শতাধিক কোটির। বড় ভাগ্যবানদের মধ্যেও তিনি ভাগ্যবান, জ্যোতিষে খুব বিশ্বাস ছিল তাঁর। জ্যোতিষীদের পরামর্শ ছাড়া এক পা–ও চলতেন না। তা তিনি করতেই পারেন। যার যেমন বিশ্বাস। জ্যোতিষীরাও নিশ্চয়ই তাঁকে ঠিক–ঠাক কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। যথার্থ ভাগ্য বিচারও করেছেন। সুদীর্ঘ জীবনও ভোগ করেছেন তিনি। এ–ও বড় কম কথা নয়। আর সেইসঙ্গে উপভোগ করেছেন তাঁর বহু–চর্চিত, বহু আলোচিত সাহিত্য জীবন। কবি ও সুসাহিত্যিক তিনি। তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই 'মেরি ইক্কাওন কবিতায়ে' আমার কাছে আছে। কতরকম ভাবের কবিতা। বেশিরভাগ কবিতাই তাঁর জীবনের পাতা থেকে উঠে আসা। আবার তাঁর অনেক ভাষণেও কবিতার সুর। ভাব ও ভাষার জাদুতে রঙীন। যেমন বলেছেন ভারতবর্ষ এক টুকরো জমি নয়, ভারত জীবন্ত এক রাজপুরুষ। হিমালয় এর মস্তক, কাশ্মীর মস্তকের মুকুট, পাঞ্জাব আর বাংলা দুই বিশাল কাঁধ ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষেরও শেষ পর্যায় পৌঁছে সব বিচার বিশ্লেষণ করতে বসলে মনে হয়, রাজনীতিক অটলবিহারীজির সঙ্গে মানুষ অটলবিহারীজির দ্বন্দ্ব না থাকুক, বিরাট একটা প্রতিযোগিতা আছে। একে অপরের ঠিক প্রতিদ্বন্দ্বী না হলেও প্রতিযোগী। কখন কে হারে, কে জেতে বলা মুশকিল। দুই অটলবিহারীই বিরাট, দুজনেই শক্তিশালী। একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, দল সংগঠক, কর্মনীতিতে পোক্ত ও পারদর্শী আর অন্যজন হৃদয়বান, সৌন্দর্যপ্রিয়, মানবদরদি এবং অবশ্যই আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী। তবে একজায়গায় দুই অটলবিহারীই এক – তা হল দুজনেই ভারতগৌরব। ভারতরত্ন সেই ভারতগৌরবকেই।

বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : গত শনিবার বিকালে গোসাবার সুধন্যখালী জঙ্গল সংলগ্ন নদীতে কাঁকড়া ধরার সময় বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ হয় শ্রীনিবাস সরকার নামে এক মৎস্যজীবী। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর কিশোর মানকাড় জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে বনদপ্তরের কর্মীরা। এখনও পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাদের কাছে মাছ ধরার বৈধ কাগজপত্র থাকলেও তারা অবৈধভাবে সেঞ্চুরি এলাকায় কাঁকড়া ধরছিল।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১ জখম ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত বৃহস্পতিবার সকালে বাসন্তীর ভাঙনখালী এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো ও মোটরভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মিঠাখালী গ্রামের বাসিন্দা সোমা ঘোষ নামে এক যাত্রীর। জখম হয় তিন জন। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রেল লাইনের ধারে বধূর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত রবিবার সকালে ক্যানিং–তালদি রেল লাইনের ধারে এক গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নাম সোনি শেখ (২৪)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তালদি গ্রামের বাসিন্দা পেশায় রাজমিস্ত্রি সরিফা শেখের সঙ্গে তার স্ত্রী সোনির পারিবারিক অশান্তি চলছিল বেশ কয়েক মাস ধরে। তার জেরেই এই মৃত্যু কিনা তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সোনির পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ সোনিকে খুন করে রেল লাইনের ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ এখনও পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সি পিএমের ওবামা বিরোধী মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালটা লাল পতাকায় বজবজ শহর জুড়ে দাপিয়ে বেড়ালো সি পি এম এর বর্ণাঢ্য জাঠা। ওবামা আর মোদির পরমাণু–চুক্তির বিরোধিতা করে এভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তা আগে বোঝা যায়নি। সুভাষ উদ্যান থেকে শহরের অলিগলি ঘুরে বাজার পর্যন্ত মানুষের মিছিলে মুখর হয়ে ওঠে বজবজ পুর এলাকা। পরমাণু চুক্তি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক সন্ত্রাস, নারী ধর্ষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও সোচ্চার হয়ে ওঠেন মিছিলের নেতা। দীর্ঘদিন পর এভাবে অগ্রণী ভূমিকায় রাস্তায় নামতে দেখা গেল বামপন্থী কর্মী সমর্থকদের, এতদিন পর্যন্ত যেসব পার্টি সদস্য দরদীরা ভাবছিলেন যে কবে দল পথে নামবে, তারা এদিন প্রবল উৎসাহে শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যান। রাস্তায় পথের ধারে বামপন্থী নেতৃত্বের বক্তব্য শোনার জন্য উৎসাহী মানুষের ঢল নামে, মিছিল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সময় কিছু সদস্য অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে মিছিল ছেড়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সংগঠনের সেই দৃঢ় শৃঙ্খলা বজবজ পার্টি ধরে রাখতে পারেনি বলেই এই অঞ্চলের ভোটব্যাঙ্কে ধস নেমেছে। ঐতিহাসিক ভাবেই বজবজ কংগ্রেস অধ্যুষিত এলাকা। কিন্তু ক্ষিতিভুবন রায় বর্মন এই বজবজ কেন্দ্র থেকে বারে বারে জিতেছেন, দীপক মুখোপাধ্যায় ও বিধানসভায় জিতেছেন। ২৪ ঘন্টা পানীয় জল ইত্যাদি বিষয়েও এই মিছিল থেকে শ্লোগান ওঠে। মিছিলের পুরভাগে ছিলেন অমল মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যুৎ মজুমদার, হারাধন জানা, সুহাস চক্রবর্তী প্রমুখ পার্টি নেতারা। অনেকদিন সি পি এমকে পুরনো ফর্মে ফিরে পেয়ে খুশি সাধারণ সদস্য দরদীরা।

সিপিএমের এই মিছিলে ভিড় ভালো হলেও যেসব শ্লোগান বা প্রচার চালানো হয়েছে তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে এগোতে থাকা দুনিয়ার সঙ্গে খাপ না খাওয়া সেই তালকানা শ্লোগানে মুখরিত হয়েছিলেন বাম নেতারা। এতো দিনের নির্বাসনের পরেও তাঁদের যে কোনও বোধোদয় হয়নি তা পরিলক্ষিত হয়েছে পুরনো ধ্যানধারণা আঁকড়ে থাকার নীতিতে। যার ফলে ক্রমবর্ধমান বিরোধী বিজেপির মোকাবিলা বামেদের পক্ষে করা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

মাঘী পূর্ণিমায় অকাল রথযাত্রা ঘিরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস পাথরপ্রতিমার কুমারপুর গ্রামে

অশোক কুমার মণ্ডল

অকাল রথযাত্রা আর সেই রথযাত্রা ঘিরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস আর আনন্দ এখন সুন্দরবন বাদাবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের কুমারপুর গ্রামে। রথের মেলায় শুধু এ রাজ্যেরই নন, রাজ্যের গন্ডি পেরিয়ে ভিন রাজ্যের বাসিন্দারাও সমবেত হবেন পাথরপ্রতিমার কুমারপুর গ্রামে। ৭৬ বছর আগে প্রত্যন্ত দ্বীপ এই পাথরপ্রতিমার কুমারপুরে যে অকাল রথযাত্রার সূচনা—করেছিলেন জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বেরা, আজও তা চলেছে সমানতালে। মাঘী পূর্ণিমার দিন শুরু হয়ে বার দিন ধরে চলে এই রথের মেলা।

বাংলায় সালটা তখন ১৩৪৬। সুন্দরবনের একপ্রান্তে দুয়োরানির মতো পড়ে ছিল এই দ্বীপ পাথরপ্রতিমা। জনবসতি অত্যন্ত কম। রাস্তাঘাট যেটুকু ছিল তাও ধুলোকাদায় মাখামাখি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ম্যানগ্রোভের অরণ্যে ঘেরা চারদিক। বিদ্যুতের আলো তখনও পৌঁছায়নি দ্বীপের গ্রামগুলিতে। সূর্য অস্ত গেলেই এদিক–ওদিক জ্বলতে শুরু করত টিমটিমে কুপির আলো। যাতায়াতের পথ বলতে একমাত্র নদীপথ। ছোট্ট শালতি নৌকায় চড়ে নদীর এপার–ওপার হওয়া। এমনই এক দ্বীপে নৌকা ভেড়ালেন– অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার বীরবন্দ গ্রামের জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ। ৩২ বিঘা জমির চারদিকের জঙ্গল কেটে সাফ করলেন তিনি। বানালেন রাস্তাঘাট। সেকানেই নতুন করে পত্তন হল জমিদারি বংশের।

জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী কমলাদেবী ছিলেন নিঃসন্তান এই দম্পতি ছিলেন পুরীর জগন্নাথ দেবের অত্যন্ত পরম ভক্ত। নতুন জমিদারিতে জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ তৈরি করেন দুটি মন্দির। কুমারপুর গ্রামেরই এক কিলোমিটার তফাতে এই দুটি মন্দিরই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন জগন্নাথ, বলরাম ও ভগীনি সুভদ্রার মূর্তি। এই মন্দির দুটির একটি ভগবান জগন্নাথদেবের নিজের ও অপরটি মাসীর বাড়ি বলেই চিহ্নিত করলেন জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ।

কথিত আছে, একদিন রাতে কমলাদেবী তাঁর আরাধ্য ভগবান জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ পান। তিনিও সন্তানের জননী হতে পারেন যদি কুমারপুর গ্রামে কোনও এক মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান জগন্নাথদেবের রথযাত্রার আয়োজন করেন। সেই রথের গায়ে কাঁচকলা বেঁধে রেখে। তারপর সেই কলা পাকলে পরপর তিন দিন সেই কলা খেতে হবে তাঁকে। তাহলেই তাঁর পক্ষে মা হওয়া সম্ভব হবে। পরের দিন– সকালেই ঘুম থেকে উঠে কমলাদেবী স্বপ্নাদেশের কথা সবিস্তারে জানান স্বামীকে।

এদিকে, মাঘী পূর্ণিমারও আর বেশি দেরি নেই। স্ত্রীর স্বপ্নাদেশের কথা শোনামাত্রই জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ আয়োজন করতে শুরু করলেন অকাল রথযাত্রার। মাঘী পূর্ণিমার দিন স্বপ্নাদেশে পাওয়া সমস্ত কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন কমলাদেবী। এরপর প্রাকৃতিক নিয়মেই এক নির্দিষ্ট দিনে কমলাদেবীর কোল আলো করে জন্ম নিল দুই যমজ সন্তান। খুশিতে উদ্বেল জমিদার দম্পতি আদর করে দুই সন্তানের নাম রাখলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ও রমেন্দ্রনারায়ণ।

এই অলৌকিক ঘটনা লোকমুখে প্রচার হয়ে গেল চারদিকে। তারপর থেকে লক্ষ্মীজনার্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতেদের অধীন এই কুমারপুর গ্রামে ঘটা করে পালন করা হয় এই অকাল রথযাত্রা। সেই উপলক্ষে চলে মেলাও। এরপরে একে একে জমিদারি প্রথার শেষ হয়। জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণকেও একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যেতে হয় কলকাতায়। যদিও এই গ্রামে কিন্তু অকাল রথযাত্রা বন্ধ হল না। জমিদার বংশের টাকাতেই প্রতিবছর নিয়ম করে চলতে থাকে মাঘ মাসের পূর্ণিমায় এই রথযাত্রা।

জমিদারপুত্র রবীন্দ্রনারায়ণ ও রমেন্দ্রনারায়ণও বহুবার পরিবার পরিজন নিয়ে এই রথযাত্রায় সামিল হয়েছেন। কিন্তু অশীতিপর এই যমজ ভাইগণ এখন আর অসুস্থতার কারণে এই উৎসবে যোগ দিনে পারেন না। তবে এখনও মেলা উপলক্ষে তাঁদের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান গ্রামের মানুষের কাছে।

এবছর আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি, বাংলা ১৯শে মাঘ মঙ্গলবার পাথরপ্রতিমার কুমারপুর গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় অকাল রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। ১২ দিন ব্যাপী এই মেলায় যাত্রানুষ্ঠান, অর্কেস্ট্রা, গাজন, সিনেমা শো সহ নানারকম বর্ণময় ছন্দময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলা পরিচালনার জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় বাজেট ধার্য করা হয়েছে। ৪৮ জনের একটি শক্তিশালী পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। অসীম বেরা সম্পাদক, বৃন্দাবন বেরা সভাপতি, রামপদ বাগ কোষাধ্যক্ষ হিসাবে মেলা পরিচালন–কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন আছেন।

অকাল রথযাত্রা আর রথযাত্রা ঘিরে বসবে রকমারি সব জিনিসের মেলা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক হাজার মানুষ এই মেলায় ভিড় জমাবেন। তবে এবারে মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়বার মতো হবে। রথের গায়ে নিঃসন্তান মহিলাদের কলা বাঁধার ধূম পড়ে যাবে।

ইংরেজি ২০১৪ সালে এই মেলায় এক মহিলা পুরনো দিল্লির রাজীবনগরের বাসিন্দা বছর পঁচিশের প্রতিমা সাউ এসেছিলেন সেই কলা সংগ্রহ করতে। সেদিন প্রায় ১০৯ জন মহিলা রথের গায়ে কলা বেঁধে, সেই কলা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে আসেন। তাঁদের বিশ্বাস, রথের গায়ে কাঁচা কলা বাঁধলে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাকি সেই কাঁচা কলা পেকে যায়। তারপর পুরোহিতের হাত থেকে পাওয়া তিনটি করে পাকা কলা তিন দিন ধরে খেলেই নাকি সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভ করেন নিঃসন্তান মহিলা? স্বয়ং ভগবান জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ, সত্যিই কয়েক ঘন্টার মধ্যে কাঁচকলা রথের গায়ে পেকে যায় কিনা বিশ্বাসে হোক আর অবিশ্বাসেই আদিবাসীদের মধ্যে ভক্তিনম্রসহকারে গভীরভাবে দাঁনা বেঁধেছে। এ নিয়ে দুদল মানুষের বিতর্ক নতুন কিছু নয়। তবে সে বিতর্কে না গিয়েও সুন্দরবনের এই অকাল রথযাত্রা কিন্তু সত্যিই নজর কাড়ার মতো।

মেলা কমিটির প্রাক্তণ সম্পাদক ও স্থানীয় কুমারপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শংকর বর্মন ও মেলা পরিচালন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রবীন দাস একান্ত সাক্ষাতকারে সংবাদ প্রতিবেদককে বলেন যে, এখনও প্রতিবছর মাঘীপূর্ণিমার দিনেই এই কুমারপুর গ্রামে এক কিলোমিটার তফাতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রথে চড়ে নিজের বাড়ি থেকে মাসির বাড়ি আসেন। জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখন এই অকাল রথযাত্রা পরিচালনা করেন গ্রামের মানুষই।

তাঁরা আরও বলেন যে, দশাবতারের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ্, পররাষ্ট্রনীতিবিদ্ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ১৮ দিন ব্যাপী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করেও নেপথ্যে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বাণী ও লীলা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মেলা পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে আমরা বদ্ধপরিকর।

প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মেলা প্রসঙ্গে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বাদল পান্ডা বলেন যে, প্রয়াত জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের একান্ত সহযোগিতায় আমার পিতা প্রয়াত বঙ্কিম চন্দ্র পন্ডা সর্বপ্রথম পুরোহিত হিসাবে বাংলা ১৩৭০ সনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা ১৩৪৪ সনে জমিদার পত্নী কমলাদেবীকে স্বপ্নাদেশ হয়েছিল। প্রথমে ভগবান জগন্নাথ দেবের ছোট মাটির পুতুল তৈরি করে পূজার্চনা করা হতো। দুই বৎসর পরে নিম কাঠের জগন্নাথ দেবরে মূর্তি তৈরি করে পূজার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, বাংলা ১৩৭০ সন থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর পিতার সঙ্গে মন্দিরে পূজার জন্য অংশগ্রহণ করেন। বাংলা ১৪০৪ সনে প্রধান পুরোহিত বাদল পন্ডার পিতা বঙ্কিম চন্দ্র পন্ডা পরলোক গমন করেন। পিতা ও জমিদারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাদল পন্ডা মন্দির এর প্রধান পুরোহিত হিসাবে পূজার্চনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সান্ধ্যবাসর...

তিন দশকের বেশি সময় বঙ্গসংস্কৃতির আঙিনায় বাচিক শিল্পের উৎকর্ষতা রক্ষায় গর্বের সঙ্গে কাজ করে চলেছে বেহালার 'আস্থায়ী' সংস্থাটি। অমলেন্দু ভট্টাচার্যের সুযোগ্য পরিচালনায় এক ঝাঁক কচিকাঁচা থেকে বড়দের নিয়ে বাংলার মরমী কবিদের সৃষ্টিশীল কাজগুলিকে নতুন আঙ্গিকে তুলে আনলেন বেহালার শরৎ সদনে গত ১৮ জানুয়ারি। চন্দ্রমৌলী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় ও সুদর্শনা ভট্টাচার্যের সঙ্গীত সহযোগে একক আবৃত্তি বাংলার অতীত গৌরবকে মনে করিয়ে দেয়। শ্রুতি নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন অমলেন্দু ভট্টাচার্য, রণিতা দাস মুখার্জী এবং পাপিয়া অধিকারী। সামাজিক তীব্র শ্লেষ ফুটে উঠেছে ওই দুটি শ্রুতি নাটকে। সুদর্শনার কণ্ঠে দেশাত্মবোধক নানা কবিতা ও গানের পাশাপাশি বর্তমান সময়ের সঙ্গীত মূর্ছনা ফিরে এসেছে একক অনুষ্ঠানটিতে। মা মেয়ের সম্পর্ক, জীবনের নানা ওঠাপড়া এবং দেশপ্রেম একাকার হয়ে গিয়েছিল মঞ্চ এবং উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে। যে সমস্ত কবিতা ছোটদের কণ্ঠে এবং বড়দের কণ্ঠে ফিরে এসেছে বার বার তার মধ্যে সামাজিক বর্তমান প্রেক্ষিত অনিবার্যভাবে জায়গা করে নিয়েছে। হারিয়ে যাওয়া রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রগীতির সঙ্গে নজরুলের সব্যসাচী কিংবা কবিগুরুর শঙ্খ দর্শক শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করেছে। বেহালা এবং দক্ষিণ শহরতলির সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে নীরবে বিপ্লব করে চলেছে বাচিক শিল্পের এই প্রতিষ্ঠানটি।

চিত্র ও সংবাদ : শমিতা চৌধুরী

পেড নিউজের আধিক্য বাড়ছে

প্রযুক্তি নির্ভর সংবাদমাধ্যমগুলিকে দায়বদ্ধ হওয়ার পরামর্শ জেটলির

পি আই বি : অর্থ, কর্পোরেট বিষয়ক এবং তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন, গত দুই শতকে সংবাদমাধ্যমগুলির প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু এবং সংবাদের সংজ্ঞায় আমূল পরিবর্তন আসায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতার প্রচলিত ধ্যান ধারণাও বদলে গেছে। আজকের দিনে ক্যামেরায় যা ধরা পড়বে, সেটাই বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সংবাদ হিসাবে বিবেচিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, প্রযুক্তিই এই সকল পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। এখন তথ্য প্রযুক্তিগত মাধ্যম সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নানারকম প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এমনকি তথ্য প্রযুক্তির জগতেও ২৪×৭ ঘন্টা তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। সেইজন্য, জেটলি বলেন, প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। গতকাল সংবাদ সম্প্রচারক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম বিচারক জে এস ভার্মা স্মৃতি ভাষণে 'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী জেটলি একথাগুলি জানান।

শ্রী জেটলি জানান, উন্নত প্রযুক্তি নির্বাচন কার্যাদির প্রচলিত ধারাগুলি অগ্রাহ্য করেছে এবং সংবাদমাধ্যমগুলিকে কর্তৃপক্ষের চাহিদা, আর্থিক সক্ষমতা ও আয় উপার্জনের মতো কঠিন সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যার ফলে 'পেড নিউজ' বা খবর ক্রয়ের মতো বিপথগামী কার্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, সংবাদমাধ্যম যে চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীনস্থ হতে হয় তা হল – গুণমান ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা এবং স্পর্শকাতর বিষয়গুলি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সহকারে শিক্ষা প্রদানকারীর ভূমিকা পালন করা। তথ্য প্রযুক্তিগত মাধ্যম সম্বন্ধে জেটলি বলেন, মাধ্যমটি পরিণত হওয়ার সাথে সাথে আয় উপার্জনের নানা নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। এই মাধ্যমটিকেও দায়বদ্ধতার নিজস্ব মানদণ্ড গড়তে হবে যেহেতু এটি তথ্য প্রদানের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, সংবাদমাধ্যমগুলিকে নিরাপত্তা, সামাজিক দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা এবং বিচারাধীন বিষয়গুলির তথ্য প্রদান দায়িত্ব সহকারে করতে হবে। বিশেষ করে, বিচারাধীন বিষয়গুলি জানানোর সময় সমান্তরাল বিচারসভা স্থাপন থেকে সংবাদমাধ্যমের বিরত থাকা উচিত বলে মন্ত্রী জানান।

সংশ্লিষ্ট বহু পক্ষদের নিয়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতার প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে গঠনশীল আলোচনাসভা আয়াজনের প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

ভাষণকালে জেটলি মানবাধিকার, লিঙ্গসমতা, নৈতিক দৃঢ়তা, সমাজের নৈতিক চেতনা রক্ষক হিসেবে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিচারক জে. এস. ভার্মার অসাধারণ অবদানের কথা স্মরণ করেন।

উল্লাসের ছবিকে ঘিরে বিতর্ক

একের পাতার পর

এসময় তাঁর পিছনে থাকা মাখনবাবুর ছবিটা সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে যায়। সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপই ছিল না তাঁর। পুরপ্রধানের এই আচরণে উপস্থিত মানুষদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদিন 'বঙ্গ বিভূষণে' সম্মানিত মাখনলাল নট্টের কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক সমীররঞ্জন দত্ত, উপপুরপ্রধান প্রবোধ সরকার, যাত্রাভিনেতা মধুসূদন পাল, স্বদেশ মুখী, হিমাংশু দাস ও অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান সমীর দত্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যজ্ঞেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব সরকার, সুবল চক্রবর্তী, বঙ্কিম চক্রবতী প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশনে সায়ন দাস, মীরা নট্ট ও নারায়ণ বিশ্বাস, তবলায় ছিলেন ভোলা নট্ট। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিলর নান্টুরঞ্জন রায় ও সঞ্চালনা করেন শম্ভু দত্ত। উপস্থিত অনেকেই ক্ষোভের সঙ্গে জানান, নিতান্ত দায়সারাভাবে এই স্মরণ সভাটি পালিত হল।

পরজন্মে তরজা শিল্পীই হতে চান সুশীল নস্কর

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উস্থি থানার অন্তর্গত নৈনানপুর গ্রামের সুশীল নস্করের বয়স এখন ৬৮। এখনও সমানে পাল্লা দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন তরজার আসর মাতিয়ে বেড়াচ্ছেন। রাজ্যের অগনিত তরজাপ্রিয় মানুষ তাকে তরজা 'সম্রাট' হিসাবে ভূষিত করেছেন।

এ সপ্তাহের মুখ

কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তরজা গানকে কেন্দ্র করেই তার জীবন জীবিকা আবর্তিত হবে। সুশীল নস্কর যখন ২৩ বছরের যুবক, তখন বিয়ে করে চুটিয়ে শিয়ালদহে সব্জীর ব্যবসা করেছেন। সেই সময় গ্রামের বাড়িতে লক্ষ্মী পূজার সময় তখনকার দিনের জনপ্রিয় তরজা শিল্পী গোলাম রসুল গান করতে আসেন। তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যান সুশীল বাবু। তিনি রসুল সাহেবের থেকে কতগুলি গান নিয়ে একা একাই চর্চা করতে থাকেন। তারপর কিছুদিন পর নাতাড়া গ্রামে এক তরজার আসরে নির্ধারিত শিল্পী না আসায় সুশীল বাবু সম্মান বাঁচাতে যান। কিন্তু সেদিন দর্শক শ্রোতাদের কাছে চরম অসম্মানিত হন। তারপর সুশীল বাবুর মনে ভীষণ জেদ চেপে যায়। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, যে তাকে বড় তরজা শিল্পী হতেই হবে। এই অসম্মানের বদলা নিতেই হবে। এরপর দুবছর তিনি গুণী সব তরজাশিল্পী গোবিন্দ অধিকারী, আয়নাল, গোলাম রসুল, সুবল পণ্ডিত, কালাচাঁদ, আবীরবালাদের সংস্পর্শে থাকেন। গান নিয়ে মেতে থাকেন। ব্যবসাপত্র লাটে ওঠে। সংসারে চরম অস্বচ্ছলতা দেখা

দেয়। তবুও তরজা গানকে আরো আঁকড়ে ধরেন। সে সময় খুব কষ্ট করেন সুশীল নস্কর। বাবা প্রিয়নাথ ও মা সুমতি দেবী ছেলের মতিগতি দেখে হতভম্ব হয়ে যান। দু বছর পর সুশীল নস্কর গ্রামের গোষ্টমেলায় তরজা গান করে সকলকে অবাক করে দেন। সেদিন থেকে সুশীল নস্কর আর পিছন ফিরে তাকাননি। কিন্তু সে সময় দক্ষিণা ছিল মাত্র ৫–১০ টাকা। ধীরে ধীরে সারা রাজ্যে সুশীল নস্করের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ২৩–১০–১৯৭৫ সালে কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে তরজা গানে পাশ করে অনুষ্ঠান শুরু করেন। ২৩–২–১৯৮২ সালে কলকাতা দূরদর্শনেও তরজা গানের অনুষ্ঠান করেন। মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, মালদহ প্রতিটি জেলাতেই সুশীলবাবুর গানের চাহিদা ব্যাপক। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের শিল্পীর স্বীকৃতি পেয়েছেন।

মাসিক ভাতাও পান নিয়মিত। সুশীলবাবু বলেন, আগে গানের ভাষা অমার্জিত ছিল। এখন অনেক পরিশীলিত সপরিবারে গান শোনা যায়। এখন দক্ষিণাও বেড়ে হয়েছে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। সুশীল বাবু বলেন, তিনি বাসন্তী থানা এলাকার ভরতগড়ে গত ৩৭ বছর ধরে একই আসরে গান করছেন। প্রতিবছরই প্রথম পুরস্কার পান। রাধানগরে গান করে সোনার মেডেলও পেয়েছেন। সুশীলবাবুর এক ছেলে। সে বাবার মতো তরজার জগতে আসেননি। কিন্তু সুশীলবাবু বলেন, তিনি পরজন্মেও তরজা শিল্পী হতে চান আন্তরিক ভাবেই।

সাগরদ্বীপে এই প্রথম বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করল রামকৃষ্ণ মিশন

মধুশ্রী আচার্য : মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের রামকৃষ্ণ মিশন নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করলেন উদ্বোধক শ্রীমৎ বলভদ্রনন্দজী মহারাজ। এই বিদ্যালয়টি উদ্বোধন হওয়ার (সময়কাল) ১১.৩০ মিনিট। 'মঙ্গলবার, ২০ জানুয়ারি ২০১৫। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড়মঠ হাওড়া। এটি নির্মাণের জন্য সর্বশিক্ষা মিশন প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। অথচ সর্বশিক্ষা মিশনের কোনও মনোগ্রাম দেওয়ালে নেই। বা কত টাকা তা কোনও উল্লেখও নেই। ওখানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী শ্রদ্ধেয় ভাগ্যধর বারিক। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি। এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মহাশিক্ষক ব্রহ্মচারি সৌম্যজিৎ মহারাজ। ও সেক্রেটারি দুর্গাত্মনন্দজী মহারাজ ও ছাত্র–ছাত্রীদের অভিভাবক ও অভিভাবিকা।

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.15, 31 January - 6 February, 2015

মন্দিরবাজারের ধনুর হাটে নেতাজিমেলা ও যুবউৎসব

বিশেষ প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের 'ধনুর হাট আঞ্চলিক নেতাজি স্মারক কমিটি', নেতাজি মোড়ে সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে ২৩ থেকে ২৬ত জানুয়ারি, মোট চারদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, খেলাধুলা ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। বেশ কয়েক বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে এই সংগঠনটি নানান সামাজিক ও সমাজ সচেতন মূলক কাজ করে চলেছে, সংগঠনটির একান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে গ্রামীণ পাঠাগার, শিশু নিকেতন, সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, যোগ ব্যায়াম ও জিমন্যাস্টিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র, যার ফলে উপকৃত হয়েছে এলাকার আবাল বৃদ্ধ বণিতা, সংগঠনটির সমস্ত সদস্য বৃন্দের আন্দোলনে প্রায় ১০ কি মি একটি মাটির রাস্তা 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা ভুক্ত হয়।

এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত 'নেতাজি মেলা ও যুব উৎসব ২০১৫'–এ ২৫ জানুয়ারি আয়োজিত হয় নেতাজির উপর আলোচনা সভা। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন 'সারা বাংলা শিল্পী ও সাংস্কৃতিক মঞ্চে'র সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, বাচিক শিল্পী রূপশ্রী কাহালি, দূরদর্শন ও বেতার শিল্পী গার্গী মুখোপাধ্যায়, 'ডায়মন্ড হারবার জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক গৌতম মন্ডল প্রমুখ।

নেতাজির উপর আলোচ্য সভায় সবাই তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন, গৌতমবাবু বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর ছবির পায়ের তলায় নেতাজির ছবি রাখার ঘটনার কড়া সমালোচনা করেন। তিনি এই ঘটনাকে 'মূল্যবোধের অবক্ষয়' বলে উল্লেখ করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে অশোক ঘোষ জানান ''আমাদের এই সংগঠনের কর্মকান্ড দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।''

সাগরে মহাসমারোহে নেতাজির জন্ম জয়ন্তী দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : সাগর ব্লকে মহেন্দ্রগঞ্জে নেতাজি সুভাষ স্মৃতি সংঘের পরিচালনায় ২৩শে জানুয়ারি উপলক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৯ তম জন্মদিবস মহাসমারোহে পালিত হয়। বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা মহেন্দ্রগঞ্জ নেতাজি সুভাষ সংঘের নব নির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন, নেতাজির আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন এবং রক্তদান শিবির এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংঘের নব নির্মিত ঘরটি নির্মাণ করা হয়েছে। রক্তদান শিবিরে ৩০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মানিক চন্দ্র পাহাড়ী মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে নেতাজির আবক্ষ মূর্তিটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। নানারকম সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে নিয়োজিত প্রাণ হিসাবে মহেন্দ্রগঞ্জ নেতাজী সুভাষ স্মৃতি সঙ্ঘ বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়াও গ্রামপ্রধান তপন সর্দার, উপপ্রধান অজিত কুমার দাস, প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী বীরেন্দ্রনাথ দাস উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। এদিকে ওই দিন মৃত্যুঞ্জয় নগরে বন্ধু মহলের বিশেষ উদ্যোগে নেতাজির জন্মজয়ন্তী পালন ও সাগর ব্লকের ৪টি স্কুলের ১১৯ জন দুঃস্থ মেধাবী কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক, খাতা, কলম বিতরণ করা হয়।

বন্ধু মহলের এইরূপ বিশেষ কার্যক্রম ৪র্থ বৎসরে পদার্পণ করেছে। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী রাজেন্দ্র নাথ খাঁড়া উক্ত অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। গ্রাম প্রধান বিপিন পড়ুয়া, প্রাক্তন গ্রাম প্রধান সুশান্ত কুমার মণ্ডল, উপপ্রধান রবীন মণ্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালক হিসাবে পরিচালনা করেন সাংবাদিক অশোক কুমার মণ্ডল। সাগরের পুণ্যতীর্থে সাধুসন্তদের সমাগমের পাশাপাশি নেতাজির মতো মহাপুরুষের জন্মজয়ন্তী পালনের অবসর এক সুবর্ণ মুহূর্ত।

নেতাজি স্পর্শে নোয়াপাড়া থানাও আজ তীর্থস্থান

মলয় সুর

১৯৩১ সালের ১১ অক্টোবরের বিকেল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র চলেছেন জগদ্দল গোলঘরে। সেখানে বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। কিন্তু হল না। চৌরঙ্গী কালীবাড়ির মোড় থেকে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতার করে ইংরেজ পুলিশ নিয়ে এল গারুলিয়ায় নোয়াপাড়া থানায়। বেশ কিছুক্ষণ তিনি ছিলেন সেখানে। শ্রদ্ধায় অবনত বাসিন্দাদের দেওয়া চা–ও খেয়েছিলেন। আজ নেতাজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই কিন্তু নেতাজি নামের জাদুস্পর্শ আজও সেই উন্মাদনা জাগায়। তাই তো নোয়াপাড়া থানার সেলটি নেতাজির ছোঁয়া পেয়ে আজ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত। রয়েছে সেই চায়ের পেয়ালাটিও। ২৩ জানয়ারি জন্মদিনে খুলে দেওয়া হয় সকলের জন্য।

থানার এক অফিসার জানালেন গত ২৩ জানুয়ারি প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করে নোয়াপাড়া থানার বিভিন্ন স্কুল। তোলা হয় জাতীয় পতাকা। থানায় অবস্থিত নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করার পর অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার স্মরণ সাহা, বিধায়ক মঞ্জু বসু প্রমুখ ব্যক্তিরা।

এক মহামানবের পবিত্র স্পর্শে নোয়াপাড়া থানা দেশপ্রেমের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। থানার সামনে ওই পবিত্র কক্ষটির সামনে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে। শ্রদ্ধায় বুজে আসে চোখ। থানার এক অফিসার যখন বললেন নোয়াপাড়া থানায় পোস্টিং হওয়ায় নিজেকে গর্বিত মনে হয়। তখন সত্যই চোখে জল চলে আসে। মন বলে, এই আকুতি যদি তিনি দেখতে পেতেন তাহলে বুঝতেন আজও দেশবাসী তার পথ চেয়ে বসে আছে।

একান্নর প্রভাতে ফের উদ্ভাসিত হল বিবেক নিকেতন

পঞ্চাশ হোক বা একান্ন। একই উন্মাদনায় ভাসল বিবেক নিকেতন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসবে। উৎসব শুরু হয়েছিল ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে। শেষ হল ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনে। এই দিনটিই সমিতিরও জন্মদিন।

১২ জানুয়ারি স্বামীজির আরাধনা, সঙ্গীত ও ছোট ছোট শিশুদের ভোগ বিতরণ। ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। বিবেক নিকেতন ভরে উঠল কচি কাঁচাদের নাচ–গান–আবৃত্তিতে। ১৮ জানুয়ারি বেহালা বালানন্দ ব্রহ্মচারী হাসপাতালের পরিচালনায় বিবেক নিকেতনে আয়োজিত হল সারাদিনব্যাপী স্বাস্থ্য শিবির। সমিতির আবাসিক থেকে গ্রামবাসী, সকলেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষা হল সেখানে। মাঝের কয়েকটি দিন চলল নানা আলোচনা, সেমিনার। এরপর ২৩ জানুয়ারি। স্বামীজির গানে ভোর হল বিবেক নিকেতনে। চারিদিকে সাজো সাজো রব।

ঠিক সকাল ১১টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী। সমিতির পতাকা মেলে ধরলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। এর সঙ্গেই শুরু হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত হল বিদ্রোহী কবি নজরুলের জীবনী নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী। আর বিরাম নেই। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশ করলেন মায়াবালা ঠাকুর ও বনানী ব্যানার্জী। সঙ্গে থাকল সমিতির আবাসিক শিশুরা। সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সাধারণ সম্পাদকের স্বাগত ভাষণের পর শুরু হল স্বামীজি–নেতাজি প্রণাম। অনবদ্য কথার মালায় মুগ্ধ করলেন অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ সাগ্নিক পত্রিকার সম্পাদক প্রদীপ গুপ্ত, ইতিহাসবিদ গণেশ ঘোষ। মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হল সুসাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল, আশিস সেন প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে। ঠিক ১২টা ১৫ মিনিটে সকলেই হাজির স্বামীজি–নেতাজি শ্রদ্ধামঞ্চে। শঙ্খধ্বনি ও জয়ধ্বনিতে পালিত হল নেতাজির জন্মলগ্ন। পূজার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন উপস্থিত সকলে।

প্রথম পর্বের ভাবগম্ভীরতা কাটিয়ে মঞ্চ এবার সাংস্কৃতিক নিবেদনে তৈরি। প্রতিযোগিতার কৃতীরা নিবেদন করল তাদের অনুষ্ঠান। উন্মোচিত হল একাধারে প্রধান শিক্ষক ও কবি দীপঙ্কর চক্রবর্তীর কবিতার বই 'উদচারণ'। সঙ্গীতের সুরে ভাসিয়ে দিলেন তপন ব্যানার্জী, শিপ্রা রায় ও বিষভ মিউজিক্যাল গ্রুপ। ছড়ার গান শোনাল...। সমিতির পক্ষ থেকে পাঠ্যবই প্রদান করা হল সামালি ভোলানাথ হাইস্কুলের ১০০ জন ছাত্র–ছাত্রীকে। পুরস্কারে ভূষিত করা হল কৃতী ও সফল প্রতিযোগীদের। সমস্ত পুরস্কার নিবেদিত হল মমতা সেন ও স্মৃতিকণা সেনের স্মৃতিতে। সবশেষে যাদু প্রদর্শনীতে মন মাতালেন বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্য গুহ ও প্রিয়ম গুহ। এই সঙ্গে সাড়ে বারোটা থেকে চলল অকাতরে ভোগ ভোজন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনে সমাপ্তি হল এবারের উৎসবের। সেদিনের পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন সাংবাদিক অরুণ ব্যানার্জী, কুণাল মালিক ও প্রিয়ম গুহ,বাসবী চ্যাটার্জী, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ও পঞ্চানন সামন্ত। আজিজুল চৌধুরীর নেতৃত্বে সমিতির সমস্ত কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসব উঠল সফলতার শিখরে। এবার সমিতির শ্রেষ্ঠ কর্মী হিসাবে বংশীধর মৃদুলি পুরস্কার পেলেন মঞ্জু মুখোপাধ্যায়।

বিজয়ী যারা

রবীন্দ্র সঙ্গীত
বিভাগ (ক)
প্রেরণা মাইতি (প্রথম)
বিভাগ (খ) ও (গ)
অঙ্কনা বেতাল (প্রথম)
দেবস্মিতা মন্ডল (দ্বিতীয়)

একক সৃজনশীল নৃত্য
বিভাগ (সর্বসাধারণ)
অন্বেষা ঘোষ (প্রথম)
অঙ্কনা মন্ডল (দ্বিতীয়)
তিয়াসা শী ও তৃষ্ণা জাটী (তৃতীয়)

আবৃত্তি
বিভাগ (ক)
পৃথা চক্রবর্তী (প্রথম)
সন্দীপ্ত মন্ডল (দ্বিতীয়)
স্বাগত পুরকাইত (তৃতীয়)
বিভাগ (খ)
পৌলমী বাগ (প্রথম)
দেবস্মিতা মন্ডল (দ্বিতীয়)
তৃষা মাইতি (তৃতীয়)
বিভাগ (সর্বসাধারণ)
দীপঙ্কর চক্রবর্তী (প্রথম)
শুভশ্রী ঘোষ (দ্বিতীয়)
শুভম মালিক (তৃতীয়)

একক রবীন্দ্র নৃত্য
বিভাগ (সর্বসাধারণ)
দেবরাজ দত্ত (প্রথম)
তৃষ্ণা জাটী (দ্বিতীয়)
শোভন শী (তৃতীয়)

বসে আঁকো
বিভাগ (ক)
পামেলা অধিকারী (প্রথম)
দেবারতি ধারা (দ্বিতীয়)
সুদীপ্ত পাল (তৃতীয়)
বিভাগ (খ)
স্বাগত পুরকাইত (প্রথম)
প্রদ্যুম্ন পাল (দ্বিতীয়)
অন্বেষা পাত্র (তৃতীয়)
বিভাগ (গ)
সৃজন সরদার (প্রথম)
গ্রন্থিক দাস (দ্বিতীয়)
পৌলমী অধিকারী (তৃতীয়)
বিভাগ (ঘ)
জয়মাল্য মন্ডল (প্রথম)
অজয় হালদার (দ্বিতীয়)
রজত মুখার্জী (তৃতীয়)

সুভাষ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিষড়া শক্তি সংঘ ২৩ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি ফলতা স্পেশাল ইকনোমিক জোন, ১ নম্বর সেক্টর পার্শ্ববর্তী ময়দানে আয়োজন করল সুভাষ মেলার। গত ৮ বছর ধরে এই মেলা এলাকাবাসীর এক পরম প্রাপ্তি বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিয়ে শুরু করে ৩১ জানুয়ারি শেষ হবে নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে। এর মধ্যে থাকছে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি গাজন গান, দেশাত্ববোধক গান, বাউল গানের দেশীয় সংস্কৃতি। ছিল যাত্রানুষ্ঠানের মতো জনপ্রিয় অনুষ্ঠানও।

এবারের মেলায় সংঘের সদস্যরা নেতাজির জীবনের বিভিন্ন আলোকচিত্র নিয়ে আয়োজন করে এক অভিনব প্রদর্শনীর। যার মধ্যে পাওয়া গেল সুভাষ চন্দ্রের নানা দুর্লভ মুহূর্ত। সংঘের সভাপতি তাপস কুমার মন্ডল জানালেন, ফলতা অঞ্চলের মানুষ নানা সমস্যায় ভুগছেন। ফলতা ইকনোমিক জোন আজ নানা রোগের শিকার। তার মধ্যে এই সুভাষ মেলা এই এলাকার বাসিন্দাদের এনে দেয় এক খোলা হাওয়ার অনুভূতি।

সংঘের সম্পাদক রমেন কুমার মন্ডল বলেন, এই মেলার পাশাপাশি তারা সারা বছর ধরেই নানা কর্মকান্ডে যুক্ত থাকেন। আয়োজিত হয় রক্তদানের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানও। বিভিন্ন দিন সন্ধ্যাবেলায় মেলায় এসে হাজির হন এলাকার প্রায় সমস্ত মানুষ। মেলায় গিয়ে দেখা গেল বিভিন্ন জিনিসের স্টল, অনুষ্ঠান মঞ্চ নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে এক পূর্ণাঙ্গ মেলার। বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার মহকুমার প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সংঘের সদস্যদের আন্তরিক আহ্বান মেলার আকর্ষণকে প্রতিদিনই এক নতুন মাত্রা দেয়। সংঘের সদস্যরা প্রায় প্রত্যেকেই জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ, ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। নেতাজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ এইসব যুবক–যুবতীরা মেলার আয়োজনে প্রাণপণ খাটছেন। মেলার সামনে নেতাজির এক পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। এমনিতে মেলা যে মেলবন্ধনের সংস্কৃতির বার্তা দেয় তার সঙ্গে পরিপূরক ছিল এই অনুষ্ঠান। সংস্কৃতি এখানে উপজীব্য মাত্র। মূল লক্ষ্য আদর্শকে সামনে তুলে ধরে এগিয়ে যাওয়া। নবীন প্রজন্মের কাছে হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করা। তাই মেলাকে ঘিরে উৎসব পার্বণের মাঝেও সাংস্কৃতিক চেতনা এবং মূল্যবোধ বার বার নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। ৩১ জানুয়ারি অতিথি বরণ, পুরস্কার বিতরণ, নৃত্যানুষ্ঠান এবং বিচিত্রানুষ্ঠান দিয়ে মেলার সমাপ্তি ঘোষিত হবে।

মাঙ্গলিকী

বড়িশা জাদু আড্ডা

সাম্প্রতিক একটি আড্ডায় ১৫ জন জাদুকর যোগদান করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন যথারীতি বরিষ্ঠ সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলকে তিনি আড্ডায় স্বাগত জানালেন আর এই পর্যায়েই বিশেষ স্বাগত জানালেন যুবা জাদু প্রতিভা অভীক দত্তকে। অভীক সস্ত্রীক এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আই টি জগতে কর্মরত। তবে সম্প্রতি তাঁর কোম্পানির কাজ নিয়েই কয়েক মাসের জন্যে কলকাতায় এসেছেন আর সাথে সাথেই বড়িশার জাদু আড্ডায় উপস্থিত হলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যে অঞ্চলে তিনি রয়েছেন, সেখানে এক ম্যাজিক শপের কথা বিস্তৃতভাবে বললেন। পরে দেখালেন কাপ ও বলের ছবির তাস, অন্যান্য তাসের প্যাক নিয়ে অসাধারণ বৈঠকী জাদু।

জাদুকর দেব মল্লিক তাঁর নিজের হাতের তৈরি বিবিধ খেলা দেখিয়ে আসরকে সমৃদ্ধ করলেন— সিল্ক ভ্যানিশিং ওয়ার্ল্ড, ভিসিবিল পেনিট্রেশন, ফিশ বাউল প্রভৃতির জাদু। ৮০-র কোটায় পা দিয়েও আজও 'তরুণ তুর্কী' ভিএম ঘোষ। সল্টলেক নিবাসী শ্রী ঘোষ বললেন, এই আড্ডা তাঁর খুব ভালো লাগে আর তাই পারলেই সেই সল্ট লেক থেকে এই আড্ডায় তিনি দৌড়ে আসেন। তিনি সল্ট লেক থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একজন নিয়মিত লেখক।

মূলতঃ লেখেন স্বামিজী নেতাজিকে নিয়ে নানান নিবন্ধ। আজীবন সৌখিন জাদুকর শ্রী ঘোষ সল্টলেকের বিভিন্ন সংগঠনের অনুষ্ঠানে জাদু প্রদর্শনীও দিয়ে থাকেন। এদিন শ্রী ঘোষ আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহ ঠাকুরতার হাতে তুলে দিলেন চন্দননগর জাদুকর চক্রের বহু স্মরণী। যে গুলি প্রকাশিত হয়েছিল ৫০/৬০/৭০-এর দশকে চক্রেরম বিভিন্ন জাদু অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রী ঘোষকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

জাদু স্রষ্টা গৌরাঙ্গ দত্ত এদিন আসর মাতালেন জলদস্যুদের গল্পের সাথে জ্যাক হিউজেসের ট্রেজারাস চেস্ট খেলাটি দেখিয়ে। আরও দেখালেন তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি রাইজিং কার্ড খেলাটি। বরিষ্ঠ জাদুকর সুশীল দের পরিবেশিত বড় তাসের খেলাটিও সবাই উপভোগ করেন। অনুপ চক্রবর্তী দেখালেন তাস নিয়ে মনের ম্যাজিক। ম্যাজিক ডিলার জাদুকর জে কে অডি পরিস্কার ভাবে দেখালেন তাস ও মুদ্রার জাদু। তরুণ জাদুকর শুভায়ন শিকদার সুচারু ভাবে দেখালেন স্ট্যান্ড আপ তাসের জাদু।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন কালার চেঞ্জ লাইটারের জাদু। সাথে বললেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিখ্যাত কবিতার কয়েক লাইন, 'নিশানে তিনটি রঙ' আরও শোনালেন বাজীকরদের নিয়ে বলা ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের 'অমৃত কথা' (সৌজন্যে : আলিপুর বার্তা)। জাদুকর শৈলেশ্বর পড়লেন শিবরাম চক্রবর্তীর সাথে তাঁর পরিচিতির এক অসাধারণ উপভোগ্য কাহিনী। সব শেষে বলতে হয় ক্ষুদে জাদুকর সূর্য্যের কথা। সে ধ্রুপদী জাদু 'কর্ড অফ শিবা' বেশ বড়দের মতন করেই দেখালেন। আসর জমে গেল।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র

গত ১০ ও ১১ই জানুয়ারি (১৫) সন্ধ্যায় দমদম নাগেরবাজার টাউন হলে ''সঙ্গীত প্রিয় সংসদের'' উদ্যোগে ও সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের পরিচালনায় ত্রয়োদশতম বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী শ্রাবন্তী ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ সুর, সুতপা রায়চৌধুরী, শুক্লা সেনগুপ্ত, স্মৃতি পাল প্রমুখ। সঙ্গে পার্কাসন, তবলা ও অরগ্যান বাজান অরিজিৎ ব্যানার্জী, তড়িৎ আচার্য্য, সমীর দাস ও সুবীর দত্ত। মারু বেহাগ রাগে কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুকণ্ঠী গায়িকা তনুশ্রী গাঙ্গুলী। সাথে তবলা বাজান সমীর নন্দী। বাঁশী বাজান প্রতিভাবান শিল্পী অশোক কর্মকার। বৃন্দবাদনে তাপস চৌধুরী, অম্বিকা তেওয়ারী, গোপাল পোদ্দার প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন মনীষা মুখার্জী। রাগেশ্রী রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান এষা ব্যানার্জী। তবলায় ছিলেন চিরঞ্জিৎ মুখার্জী। ধন্যবাদ দেন ফাল্গুনী ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঝর্ণা পাল ও সুনীত চ্যাটার্জী। সঞ্চালনা করেন পদ্মা সেন ও মানস সেনগুপ্ত। জয় জয়ন্তী রাগে সেতার বাজান পার্থ বসু। গিটার বাজান পার্থ কর্মকার। গান শোনান সুতপা মুখার্জী।

জাদুকর দেবের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১১ই জানুয়ারি নন্দন চত্বরে লিটিল ম্যাগাজিন মেলার যুবা জাদু প্রতিভা জাদুকর দেবকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হল। জনসমুদ্র সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ময়না কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন জাদুকর দেবের হাতে 'বিবেক সম্মান' মানপত্র তুলে দিলেন। সাম্প্রতিক কালে জাদুকর দেবের জাদুপ্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের কথা বললেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিতে উক্ত ৩জন ছাড়াও রয়েছেন লিটল ম্যাগাজিন জগতের কিংবদন্তী পুরুষ ঋষিণ মিত্র ও তরুণ সাংবাদিক জাদুকর প্রিয়ম গুহ।

সাবমেরিন ক্লাবের ৪১তম বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : গত ২৬ জানুয়ারি দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত কালীনগর সাবমেরিন ক্লাব তাদের ৪১তম বার্ষিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করল। সকালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর ছিল রক্তদান শিবির। শিবিরে ৫৫জন পুরুষ

ও মহিলা রক্তদান করেন। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, নোদাখালি থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, নর্থবাওয়ালী ও সাউথ বাওয়ালীর প্রধান যথাক্রমে আশিস পরামাণিক ও অলোক পাত্র এবং কানাই সাঁতরা ও সাংবাদিক কুণাল মালিক প্রমুখ। সাংস্কৃতিক মঞ্চে ম্যাজিক, নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

মাটি, কৃষি, উদ্যান পালন, মৎস্য, সমবায় ও প্রাণীসম্পদ মেলা

কুনাল মালিক, আলিপুর : গত ২০ জানুয়ারি বজবজ ২নং ব্লকের পরিচালনায় আড়িয়াপাড়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে মাটি, কৃষি, উদ্যান পালন, মৎস্য, সমবায় ও প্রাণী সম্পদ মেলার সূচনা হয়। মেলা চলে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ, সহ কৃষি অধিকর্তা চিন্তাহরণ মুদি, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও অমর বিশ্বাস, এডিও অথৈ গুপ্ত, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। গত ২২ জানুয়ারি কৃষি মন্ত্রী বেচারাম মান্না মেলা প্রাঙ্গনে আসেন। মন্ত্রী বলেন, কৃষি, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ প্রভৃতি জীবিকার সাথে যুক্ত কৃষকদের বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। মেলায় ব্যাপক লোক সমাগম হয়। নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সুষ্ঠ ভাবে মেলার ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে। প্রধান তড়িৎ মন্ডল সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বজবজে খুকী মা-র কালী মন্দির

দীপককুমার বড় পণ্ডা

বাউড়িয়ার ঘাটে লঞ্চটা ঘড় ঘড় করে চলতে শুরু করল। ভেতরটা লোকে ঠাসা। মেশিনের পাশে কাঠের পাটাতনের ওপর গাদাগাদি করে বসা অনেক লোক। এঁরা কেউ অফিস করে ফিরছেন, কেউ আত্মীয়ের বাড়ি থেকে, কেউবা কলকারখানা ফেরৎ। অনেকেই নিত্যযাত্রী। কারোর কারোর নিজেদের মধ্যে বেশ ভাবসাব। একজন বললেন,-

– অমলদা, ছেলে কেমন রেজাল্ট করল এবার?

– আরে বোল না, খুব বাজে করেছে। কী যে করবে, বুঝতে পারছি না।

একটা হতাশা তাঁর চোখে-মুখে। সস্তা দামের রেক্সিন কাপড়ের কালো ব্যাগটা কাঁধের এপাশ ওপাশ ঝুলছে। ব্যাগটার চেনটা কাটা। লোকটার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাফলারটা গলায় বেশ শক্তপোক্ত করে প্যাঁচানো। কথাটা যিনি শুরু করেছিলেন, তাঁর এপ্রসঙ্গ আর ভালো লাগে না। অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

এদিকে আমার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। ছন্দাদি বলেন, 'আর কতক্ষণ?' বলি, 'এইতো মাঝ নদীতে। আর একটু সময় লাগবে।' ছন্দাদি-কে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করি। বজবজের ঘাটে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন উনি। আমরা ওখান থেকে আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ-এর বাড়ি যাব। কিছুক্ষণের মধ্যে লঞ্চ ঘাটে ভেড়ে।

ঘাটে সেই চেনা দৃশ্য। ওঠানামার হুটোপুটি। আমার চোখ খোঁজে ছন্দাদি-কে। দূরে তাকিয়ে দেখি, স্বামী বিবেকানন্দের স্ট্যাচুর পাশে উনি দাঁড়িয়ে দেখছেন - যাতায়াতের দৃশ্য। সোজা যাই, সেই স্ট্যাচুর কাছে। এখানকার বিবেকানন্দের মূর্তিটি অবশ্য যেকোনও কারণে হোক খুব সুন্দর হয়নি। অনেক মানুষ মূর্তি বসাতে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের নাম লেখা আছে দেওয়ালে। তবে, এটা তৈরিতে মূল সহযোগিতা করেন গণেশ ঘোষ। তিনিতো বজবজ পুরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান। উনিই উদ্যোক্তা। মূর্তিটির উদ্বোধন করেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এর তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

স্ট্যাচুর পাশেই কালী মন্দির। এটা 'খুকী মা'র মন্দির। এখানকার কালী মূর্তিটি একটু আলাদা। কালীর তলায় শিব নেই। কষ্টি পাথরে খোদাই করা মূর্তিটির গলায় নরমুন্ডমালা, লোলজিহ্বা, চারটি হাত প্রসারিত। একটিমাত্র পাথরে তৈরি মূর্তিটির উচ্চতা মাত্র এক

হাত। এই কালী মূর্তি নিয়ে নানা জনশ্রুতি। গবেষক গণেশ ঘোষ একদিন কথায় কথায় এই মন্দির নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। তাঁর এই নিয়েও অনেক গবেষণা।

শোনা যায়, সাধক কমলাকান্ত নিজেই শিব হয়ে এই কালী মায়ের আরাধনা করতেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজেন্দ্রনারায়ণ কমলাকান্তের পূজা অর্চনার জন্য এই মূর্তিটি নাকি তৈরি করে দিয়েছিলেন। গণেশবাবু এবিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি তাঁর 'উজ্জ্বল উদ্ধার ধন্য বজবজ' বইতে লিখেছেন, 'তবে কি বজবজের শ্মশান ঘাটের কালী মূর্তিটি সাধক কমলাকান্তের সেই কালী ব্রহ্মময়ী মা! লোকমুখে প্রচারিত এমন আশংকা অবশ্য ঘুরে বেড়ায় বটে, তবে তথ্য প্রমাণে সে বড়ই গুরুত্বহীন।' শোনা যায়, এমনকি একটি তদন্তকারী দল তৎকালীন বাওয়ালীর জমিদার বাড়ির কুমুদরঞ্জন মন্ডলদের কাছে আসেন বলে শোনা যায়। কারণ বাওয়ালী জমিদাররাই কালী বাড়ির জমি দান করেছিলেন।'

এখানকার কালী মূর্তি নিয়ে আরো নানারকম কাহিনী আছে। ১৮০৮ সালে বর্ধমানের রাজা তেজেন্দ্রনারায়ণ কোটালহাটে কমলাকান্তের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এখানেই তৈরি হয় পাথরের তৈরি অপরূপ একটি কালী মূর্তি এবং মন্দির। কমলাকান্ত তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই মূর্তির পুজো করেছেন। তিনি মারা যাবার পর, এই মূর্তিটি হারিয়ে যায়। গণেশবাবু বলছেন, 'বর্ধমানের রাজার মন্দির থেকে নিরুদ্দেশ হওয়া মূর্তির খোঁজ-খবরের জন্য কোটালহাটের থানায় ডাইরি হয়েছিল বলে শোনা যায়।

'বর্ধমানের রাজার মন্দির থেকে নিরুদ্দেশ হওয়া মূর্তির খোঁজ-খবরের জন্য কোটালহাটের থানায় ডাইরি হয়েছিল বলে শোনা যায়। এমনকি একটি তদন্তকারী দল তৎকালীন বাওয়ালীর জমিদার বাড়ির কুমুদরঞ্জন মন্ডলদের কাছে আসেন বলে শোনা যায়। কারণ বাওয়ালী জমিদাররাই কালী বাড়ির জমি দান করেছিলেন।'

যাওয়া আসার পথে পথে

পরে, তিনি হোগলাবনে একটি পাতার কুটির বানিয়েছিলেন। শেষে, ওখানে তিনি কালী মূর্তি নিয়ে আসেন। এখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় যাত্রা মালিক অধর দাস-এর সঙ্গে। অধর দাস-এর বাড়ি ছিল চিত্রগঞ্জ। নদীর জোয়ার ভাঁটায় পাতার কুটির নষ্ট হবে, এই ভয়ে অধর দাস দয়াল ঘোষকে টাকা দেন ইঁটের দেওয়াল এবং টিনের ছাউনিসহ মন্দির তৈরির জন্য। এখন যে কালী মূর্তিটি আছে, কালী সাধক সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে বজবজে আসেন। তিনি একটি মাটির কালী মূর্তি তৈরি করিয়ে সাধনা শুরু করেন। সেটি এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করেন দয়াল ঘোষ-এর গুরুদেব স্বামী পূর্ণানন্দ। তিনি এটা কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তাতো জানা যায়নি। আর সেই নিয়েই তৈরি হয়েছে নানা জনশ্রুতি। সত্যিকারের ইতিহাসটা জানার জন্য নানা মানুষ আগ্রহ দেখিয়েছেন।

একসময় এই কালী মূর্তি নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিজে বেশ কয়েকবার এখানে এসেছেন। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে এইসব প্রসঙ্গ এসেছে। গণেশবাবুর কাছ থেকে জানতে পারছি, সম্ভবত ১৯১৬-১৭ সাল নাগাদ তারাশংকরবাবু প্রথম বজবজের কালীবাড়িতে আসেন। পরে ১৯৬১ সালে বজবজ পাবলিক লাইব্রেরির সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবেও তিনি আসেন। সেইসময় তিনি মন্দিরের ইতিহাস খানিকটা আলোচনা করেন। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন মহিলা গবেষক শ্রীমতী র‍্যাফল ফেল ম্যাকডার্মচ এসেছেন এখানকার কালী মূর্তি নিয়ে গবেষণা করতে। কেউ কেউ বলেন, কালী মায়ের মূর্তিটি আকারে ছোট বলে, তিনি 'খুকী মা' নামে পরিচিত। ১৯৯৩ সালে এই কালী মন্দিরের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়।

মন্দিরের পাশেই শ্মশান। ওখান থেকে মানুষ পোড়ানোর গন্ধ আসছে। সামনের মোড়টায় এসে দাঁড়াই। মোড়ে একটা চায়ের দোকান। এখানে ওখানে কিছু অটো বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে আছে কিছু যুবক-যুবতীও। দেখে মনে হয়, এরা কলেজে পড়ে। ওদের গায়ে আধুনিক সব পোশাক আশাক।

আপন মনে এইসব দেখছি। এমন সময় বেশ বড়সড় একটা লরি ঢুকল। লরি থেকে চিৎকার আসছে - 'বলহরি হরিবোল।' এই দলে মেয়েরাও আছে। আগে তো মেয়েরা শ্মশান-যাত্রী হতেন না। এখন এসব বদলেছে। ডেডবডি ঘিরে ছেলে-মেয়েদের হুল্লোড় চলছে। লরির ভেতরের দিকটায় বসে আছে কয়েকজন। ওরা কোল্ড ড্রিংক খাচ্ছে। আমার পাশে একজন ঘাড় উঁচিয়ে দেখছিলেন এসব। তাঁর কৌতূহল ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। বললেন, 'ছেলেগুলো কোল্ড ড্রিংক-এর বোতলে মদ খাচ্ছে। এখনতো এরা শ্মশানে আসে পরের টাকায় মদ খাবে বলে। কারোর সর্বনাশ, কারোর পৌষ মাস। কি দিনকাল পড়েছে।' বিরক্তিতে তাঁর মুখ কুঁচকে যায়।

চিত্র প্রদর্শনী

মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

সম্প্রতি একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল চেম্বার অফ ফাইন আর্টস গ্যালারিতে গোপীনাথ সাহার। ৬ই জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি ২০১৫। শ্রী সাহার সমস্ত ছবিই ছিল নদীর ওপর। উনি উত্তরবঙ্গের মানুষ। পাহাড়ি নদীকে শিল্পীর চোখে ধরা পড়ে সেই অনুভূতিতে ছবি সৃষ্টি করেন। মূলত শ্রীসাহা ব্যাঙ্কের অফিসার ছিলেন। ব্যাঙ্কের কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর ছবি আঁকায় আসেন। মনের ভিতর সুপ্ত বাসনা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। এটা তার সপ্তম একক

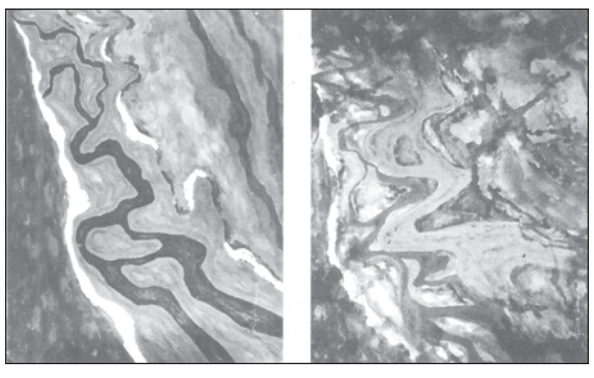

প্রদর্শনী।

সেলফ আর্টস হিসাবে কাজ করেন। এটা তার হঠাৎ আঁকতে আসা নয়। ছোট্টবেলায় স্কুল পড়ার সময় থেকেই ছবি আঁকতেন। মূলত পোর্টেট থেকে বেড়িয়ে এসেছে একেবারে প্রকৃতির মাঝে। প্রকৃতিকে নানা ভাবে দেখা, এর আগে তিনি পাহারের নানা দিক থেকে নানারূপে দেখেন। খাদ, গিরিশৃঙ্গ সব ছবিতে প্রকাশ করেছেন। এবার সেই পাহাড় থেকে বেড়িয়ে আসা নদীর নানা রকমের গতিপথ, ঝর্ণার আঁকা বাঁকা পথের অন্বেষণ করেছেন। জীবনের ছন্দের গতির মতো মাতোয়ারা নদীর আপন গতির স্রোত ধারার বয়ে যাওয়ার ভঙ্গিকে ধরার চেষ্টা করেছেন ক্যানভাসে এবং কালি কলমের মাধ্যমে, ১৮টা পেন্টিং এবং ৬টা ছোট্ট কালি কলমের ড্রইং প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

ড্রইংগুলির ধরা আর ছাড়ার গতিতে একটা মজা আছে। যেহেতু শিল্পী প্রথাগত ভাবে লেখক নয় তাই হেলায় ভরে টান বাইনটানা দিয়ে বালির লাইনটা ছেড়ে ছেড়ে গিয়েছে। কোথায় পড়েছে কোথাও পড়েনি। সব কিছু মিলিয়ে বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

পেন্টিং এর মধ্যে একটু আধুনিকতার ছোয়া পাওয়া যায়। তার রঙের বিন্যাসও কয়েকটি ছবির মধ্যে বেশ মুন্সিয়ানা দেখা যায়। তবে শিল্পী শ্রীসাহার ছবিতে অনেকটাই ভ্যানগঘের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে সেটা হুবহু কপি নয়। আশা করি আগামী প্রদর্শনীতে শিল্পী নিজস্বতার ছাপ রাখবেন।

পত্র-পত্রিকা আলোচনা

নব চয়ন

(শারদ ২০১৪) (সম্পাদক-বিশ্বনাথ প্রামাণিক) দক্ষিণ ২৪ পরগনার করঞ্জলী থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির তৃতীয় বর্ষ চলছে তবে পত্রিকাটির প্রকাশসূচি কোথাও উল্লেখিত নয়, ফলে বোঝা গেল না এটি ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক নাকি বার্ষিক। ছোটদের একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে দেখে ভালো লাগল। ছোটরা যত বেশি আগ্রহী হবে বাংলা-চর্চা ততই সমৃদ্ধ হবে। ভালো কবিতা লিখেছেন সমীর জেলে, বিধান সাহা, মল্লিকা দেবনাথ, এম ইউসুফ, আব্দুল হান্নান প্রমুখ। তরুণ কুমার চক্রবর্তীর সুদীর্ঘ কবিতাটি (সূর্য পুত্র বলছি)-র সংযোজন দেখে অস্বস্তি হয়। যেখানে ছোটরা অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করছে সেখানে এমন প্রাপ্ত-বয়স্কোচিত লেখা কেন! সম্পাদকের ছোট গল্পটি বাঁধা গতের থিম থেকে বেরিয়ে আসতে পারল না। বেকার ছেলের প্রেমিকার অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার ঘটনায় গল্প কোথায়! শেষাংশ যেনতেন করে মিলিয়ে দেওয়ার ফলে অতি সরলীকরণ হয়ে গেল নাকি। আখ্যানটিকে কোনও উপন্যাসের সারাংশ মনে হয়। বংশীধর নাইয়ার কবিতার (শূন্য শয্যা) সূচনায় শ্রীচরণেষু শব্দটির ভুল বানান (শ্রীচরণেষু) বড় দৃষ্টিকটু। ছোটদের আঁকা ছবির রঙীন ছবি ছাপানোর প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর। স্বামী বিবেকানন্দের উপর লেখা মহাদেব রায়ের নিবন্ধটি পত্রিকার মর্যাদা বাড়িয়েছে। পাতার চারিধারে বর্ডার দেওয়ার প্রবণতা কেন! প্রথম দর্শনে এটিকে কোনও পূজা-স্যুভেনির বলে বিভ্রান্তি ঘটে। পাতা-জোড়া একগুচ্ছ শুভেচ্ছা-বার্তা ছাপতে মূল্যবান পাঁচ/ছটি পাতা ব্যয় করা হয়েছে, এগুলি কি আদৌ পত্রিকার কোনও কাজে আসবে! (পত্রিকার ঠিকানা- চয়নিকা আর্ট সেন্টার, করঞ্জলী, নালন্দা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭৪৩৩৪৮। ই-মেল fineart.bishu@gmail.com or biswa.sahityan@gmail.com)

অরূপ রতন

অন্বেষা

(সাউথ সাঁকরাইল হাইস্কুল) সাঁকরাইলের এই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকাটি (২০১১-১২) সুনির্মিত। প্রচ্ছদে বিদ্যালয়ের রঙীন চিত্রের পাশাপাশি বাংলার পাঁচ মনীষীর চিত্রের মুদ্রণ সুচিন্তার প্রমাণ দেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা লিখেছে। অত্যন্ত সাধু প্রয়াস। ওদের পাশাপাশি শিক্ষকেরাও কলম ধরেছেন। সুব্রত সিনহার রম্য রচনাটি (কথায় মজা, মজার কথা) এক ঝলক খোলা বাতাস। রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত করেছেন এঁরা, অত্যন্ত সাধুবাদার্হ। ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি রয়েছে, ছাপার মানও যথেষ্ট উন্নত। একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী সুপর্ণা দেবনাথের গল্পটি কিন্তু কুসংস্কার-কে প্রশ্রয় দেয়। ওদের সঠিক দিশা দেখানোর দায় কিন্তু আমাদের উপরেই বর্তায়। অভিমন্যু সামন্ত-র ছড়া-র ধাঁচে লেখা কিছুটা অভিনব হলেও ইংরাজী শব্দ নিয়ে খেলার এই সাহিত্য-প্রয়াস বেশ ক্লিশে হয়ে গেছে।

কচি কাঁচা সবুজসাথী

(বিশেষ ভ্রমণ সংখ্যা – শ্রাবণ ১৪২১-সম্পাদক কৃষ্ণা নাহা/দেবাশীষ রায়শর্মা/বিধান সাহা) দেরিতে হলেও বর্ধমান সংখ্যাটি অবয়বে সৌষ্ঠবে প্রথম দর্শনেই নজর কাড়ে। এতগুলো রঙীন ছবি জুড়ে প্রচ্ছদ এই পত্রিকায় ইতিপূর্বে হয়েছে কি! ভ্রমণের সেকাল একাল নিয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখেছেন দেবাশীষ রায়শর্মা, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, বিনয় দত্ত, বীরবাহু সাহু ও সন্ধ্যা ধাড়া, পুতুল ভট্টাচার্য, সলিল মিত্র, মোঃ আলি বুলবুল প্রমুখ। ছোট ছোট কয়েকটি ভ্রমণ-কথা উপহার মানস ভ্রমণে পৌঁছে যাবেন পুরী, কন্যাকুমারী, কেদার বদরী, কেরালা, সিকিম-দার্জিলিং কিংবা নিতান্ত অচেনা বাংলার কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে। (পত্রিকার ঠিকানা-৮৯এ, জজবাগান, হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৮২)।

● *গ্রন্থ কীট*

উন্নতমানের শ্যুটিং আকাদেমি গড়ে তুলুক রাজ্য সরকার

অশোক চৌধুরী

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্ম ১৯৫৭ সালে। ছেলেবেলায় থেকেই তার স্বপ্ন ছিল সৈনিক হওয়ার, আর সেই সুবাদে সুযোগ এসে গেল হাতের কাছে। মনের জোর বেড়ে গেল সেই যুবকের। সৈনিক হওয়ার পর তাঁর লক্ষ্যভেদ করার স্বপ্ন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। সেনাবাহিনীতে ১৯৭৫ সালে সিপাই পদে যোগদান করেই তিনি একের পর এক সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ করেছেন দেশের সেনাবাহিনীর আটটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। অবসর নেন ১৯৯৫ সালে। ২০ বছরের সেনাজীবন শেষ করে অন্য কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ভারতের গর্ব অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং দুবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত ভগীরথ সামোই। কর্মসুত্রে এখন তিনি হলদিয়ায় একটি বেসরকারি সংস্থার চিফ সিকিউরিটি অফিসার। বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে অমরাবতীর ডিফেন্স কলোনীতে শ্যুটারডেন নামাঙ্কিত নিজের বাড়িতে একটি জাতীয় মানের শ্যুটিং মিউজিয়াম গড়ে তুলেছেন যা এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায়। সেখানে রাখা আছে দেশ বিদেশের অসংখ্য ব্যক্তিদের থেকে পাওয়া পদক, শংসাপত্র সহ অজস্র সম্মান।

১৯৭৭–১৯৯৭ এই ২০ বছরে রাইফেল শ্যুটিংয়ে দেশে ও বিদেশে অনেক জায়গায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন ভগীরথ। ১৯৮৬ সালে সিওলে অনুষ্ঠিত ১০তম এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক সহ শ্যুটিং ডিপ্লোমায় ভূষিত হন (শ্যুটিং ইতিহাসে প্রথম ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে দেশের জন্য সম্মান এনে দিয়েছিলেন।) ১৯৯০ সালে ওকলেন্ডে অনুষ্ঠিত ১৪তম কমনওয়েলথ গেমসের ব্রোঞ্জ পান। ১৯৯১ সালে কলোম্বয় অনুষ্ঠিত ৫ম দক্ষিণ এশিয়ান ফেডারেশন গেমসে সোনার পদক এবং রৌপ্য পদক। ১৯৯৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ দক্ষিণ এশিয়ান ফেডারেশন গেমসে রৌপ্য পদক এবং ব্রোঞ্জ পদক পান।

এছাড়া সম্মানের তালিকায় আরেকটি পালক সংযোজন হল, ১৯৮৬ সালে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরামন কর্তৃক রাইফেল শ্যুটিংয়ে অসামান্য পারদর্শিতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের বাসিন্দা ভগীরথ সামোই কে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন। এরপর ১৯৮৭ সালের ভারতের পরবর্তী মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্বর্গীয় জ্ঞানী জৈল সিংও ভগীরথ সামোইকে বিশিষ্ঠ সেবা মেডেলে ভূষিত করেন। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ভারতের সেনাবাহিনীর সেনাধক্ষের কমেনডেটশন কার্ডের শংসাপত্র। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রাইফেল স্যুটিং ইতিহাসে পুরুষ বিভাগে একটানা জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপে ভূষিত হন। এছাড়া তাঁর সংগ্রহে রয়েছে আন্তর্জাতিক পদক তালিকায় : (সোনা–১টি, রৌপ্য ২টি, ব্রোঞ্চ–৩টি)। জাতীয় পদকের তালিকায় রয়েছে : (সোনা ৭৬টি, রৌপ্য ২৯টি, ব্রোঞ্জ ১৯টি)।

এছাড়া অন্যান্য ৫২টি ভারতীয় ট্রফি অর্জন করেছেন। ক্যাপ্টেন ভগিরথ জানালেন, গত ৬ নভেম্বর ২০০৬ সালে, সেকেন্দ্রবাদে তাঁর নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে। সেখানে এয়ার রাইফেল শ্যুটিং রেঞ্জ সহ একাধিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

তিনি জানান, রাইফেল শ্যুটিংকে ঘিরে ভারতের হয়ে দেশে বিদেশে শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশের সম্মান এনে দিয়েছেন অথচ গত বাম সরকারের আমলে তিনি একটি শ্যুটিং একাডেমির জন্য কিছু জায়গা চেয়েছিলেন। কিন্তু পাননি, এছাড়া গত বাম সরকার এই অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজয়ীকে কোনও সম্মানে ভূষিত করেন নি।

বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভগীরথবাবু আশা বর্ধমান জেলায় রাইফেল শ্যুটারদের উৎসাহ করতে একটি আন্তর্জাতিক মানের শ্যুটিং আকাদেমি গড়ে তুলুক রাজ্য।

মাইকেল নগরে পুলিশ কর্মীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নজর কাড়ল এয়ারপোর্ট থানা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

২৩ জানুয়ারি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৯তম জন্মদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেই দিন উত্তর চব্বিশ পরগনার বিরাটির মাইকেল নগরে নেতাজি সংঘের মাঠে এয়ারপোর্ট থানার উদ্যোগে পুলিশ কর্মীদের নিয়ে স্পোর্টসের আয়োজন করেছিলেন থানার আধিকারিক প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল ৮–৩০ টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন করে পায়রা উড়িয়ে পুলিশদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিধাননগর কমিশনারেটের কমিশনার রাজীব কুমার, সঙ্গে ছিলেন ফুটবল নক্ষত্র কোচ সুব্রত ভট্টাচার্য, বিধায়ক রথীন ঘোষ, এবং ছিলেন ডি সি ডি ডি কঙ্কর প্রসাদ বারুই, এডিশন্যাল ডেপুটি কমিশনার ভি এস আর আনন্দ নাথ, ডি সি হেড কোয়ার্টার নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়েন্ট কমিশনার সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিআইএফএসের সিইও মিস্টার রেড্ডি, বিধাননগর পূর্ব থানার আধিকারিক শেখর রায় ও উত্তর থানার শান্তনু কাউর, বিধাননগর কমিশনারেট ইলেকট্রনিক্স থানার ওসি পিনাকি রায়, এ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার (আর্মস) অসিত রায়,

লেক টাউন থানার আধিকারিক সুপ্রিয় দাস, কিন্তু এতো তাবড় তাবড় পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে এই ব্যাপকভাবে পুলিশ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কেন? বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেটের সুত্রের খবর রাজ্য সরকার বিধাননগর কমিশনারেটে অধীনে থানাগুলিকে স্পোর্টসের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা দিয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক থানার জন্য ১ লক্ষ টাকা করে ধার্য্য হয়েছে। এক আধিকারিক বলেন সারা বছর ধরে পুলিশ কর্মীরা সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দকে সরিয়ে রেখে সমাজের দায়িত্ব পালন করে। শুধু তাই নয়, যখন নিদ্রামগ্ন অবস্থায় সারা শহর থাকে তখন নিদ্রাহীন পুলিশ কর্মীরা সমাজের দায়বদ্ধতা পালন করেন। সেই কারণে পুলিশদের উৎসাহিত করতে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা খুবই জরুরি ছিল। সে দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিলো ১০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, আধিকারিকদের জন্য ছিলো ২০০ মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলেন ডেপুটি কমিশনার ভি এস আর আনন্দ নাথ। পরে ছিলো লোহার বল ছোড়া, মহিলা পুলিশ কর্মীদের জন্য ছিলো চোখ বেঁধে হাঁড়ি ভাঙা, মিউজিক্যাল চেয়ার, এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলো এয়ারপোর্ট থানা, এয়ারপোর্ট ট্রাফিক গার্ড ও কৈখালি ট্রাফিক গার্ড। টাগ অফ ওয়ারে বিজয়ী হোল এয়ারপোর্ট থানা। সিংহ ভাগ পুরস্কৃত হয়েছে এয়ারপোর্ট থানার পুরুষ ও মহিলা পুলিশ কর্মীরা। ৯ বছরের নিচে এলাকার কচিকাঁচাদের জন্য ছিলো লেবু দৌড় এবং যেমন খুশি তেমন সাজো। নেতাজি সংঘের মাঠে চোখে পড়ার মতো ভীড় হয়েছিলো পুলিশদের স্পোর্টস দেখার জন্য। ক্রীড়া শেষে ব্যাপক ভাবে নানা রঙের আলোর বাজি ফাটানো হয়। এই অনুষ্ঠান সমাপ্তি হোল পুলিশ ব্যান্ড বাজিয়ে। বিধান নগর কমিশনারেটের অধীনে যে সমস্ত থানাগুলি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলো তার মধ্যে এয়ারপোর্ট থানা সবচেয়ে বেশি প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিধান নগর কমিশনার রাজীব কুমার বলেন এতো বড় মাপের স্পোর্টস সব কিছু গুছিয়ে একদিনের মধ্যে শেষ করার জন্য এয়ারপোর্ট থানার আই সি প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরস্কার দেওয়া হবে। তাছাড়া প্রত্যেক আধিকারিক প্রসেনজিৎ বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করে মাঠ ছেড়েছেন। কিন্তু নিজেকে বেশি প্রচারে আনতে চান প্রসেনজিৎ বাবু।

সেদিন কিন্তু প্রসেনজিৎ বাবু মাইকে ঘোষণা করেন সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেবো নেতাজি সংঘের কর্মকর্তাদের এবং আমাকে এব্যাপারে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে। রাত ৭টায় শেষ হোল এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান।

জমজমাট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের নাদ্দাভাঙা একাদশের পরিচালনায় নদীর তীরে ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি দুইদিন ব্যাপী নক্ আউট জমজমাট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট, মধ্যমগ্রাম, হাওড়ার বাগনান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ সহ বিভিন্ন এলাকার ১২টি দল অংশগ্রহণ করে।

১ম পুরস্কার হিসাবে সুদৃশ্য ট্রফি ও ১৭ হাজার ১ টাকা পায় রানার্স হয়ে ট্রফি ও ১২ হাজার ১ টাকা পায় নামখানা নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম প্রধান পবিত্র কুমার মন্ডল আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন উপপ্রধান মণীশংকর পন্ডা, প্রতিযোগিতা কমিটির সভাপতি লক্ষ্মণ বেরা ও সম্পাদক গোপাল প্রধান, দলের প্রাক্তন ফুটবলার ষষ্ঠী দুলে, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালী ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত থাকেন।

নেতাজি কাপ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা ভারত যুব লিগ আয়োজিত কলকাতার সেরা ক্লাবগুলি নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা বৈদ্যবাটী বিএস পার্ক মাঠে অনুষ্ঠিত হল। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে রেলওয়ে এফ সি, ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব, ডালহৌসি এ্যাথলেটিক ক্লাব ও পুলিশ এসি ক্লাব। গত ২৪ জানুয়ারি প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ব্রাজিলিয় ফুটবলার জোস র‍্যামিরোজ ব্যারেটো ও জামশিদ নাসিরি, ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নরেন চ্যাটার্জী। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ফাইনালে ইস্টার্নরেল ও পুলিশ এসি মুখোমুখি হয়। খেলার শুরুতেই প্রত্যেক খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন সুভাষ ভৌমিক। নির্দিষ্ট সময়ে কোনও দলই গোল করতে না পারায় ট্রাইব্রেকারে পুলিশ এসি ৪–২ গোলে ইস্টার্ন রেলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে নেতাজি কাপ তুলে দেন প্রাক্তন গোলকিপার তনুময় বসু, সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকার স্পোর্টস এডিটর অরুণ সেনগুপ্ত, আইএফ–এর সহ–সভাপতি দেবু মুখার্জী এবং সারা ভারত যুব লিগ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রউফ। খেলার শেষে দর্শকদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল আতসবাজির প্রদর্শন।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

শহিদ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মৃত্যু : ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

বাংলার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্যে প্রেরিত স্যার এন্ড্যারসনকে দার্জিলিং–এর লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে গুলিবিদ্ধ করার অভিযোগে ভবানীপ্রসাদের রাজসাহী জেলে ফাঁসি হয়।

শহিদ শৈলেশ চ্যাটার্জি, জন্ম : ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪

বিপ্লবী শহিদ। কুমিল্লায় অনুশীলন দলে যোগদান করেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় একদল স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর পুরোভাগে তিনি জেলা শাসকের নিকট সত্যাগ্রহ করার সময় পুলিশের গুলিতে আহত হন। সেই অবস্থায় কিছুদিন হাসপাতালে রাখার পর তাঁকে বিভিন্ন বন্দীনিবাসে রাখা হয়। শেষকালে তাঁকে আজমীরের দেউলি বন্দীনিবাসে স্থান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

নাসার মঙ্গল কাহিনি

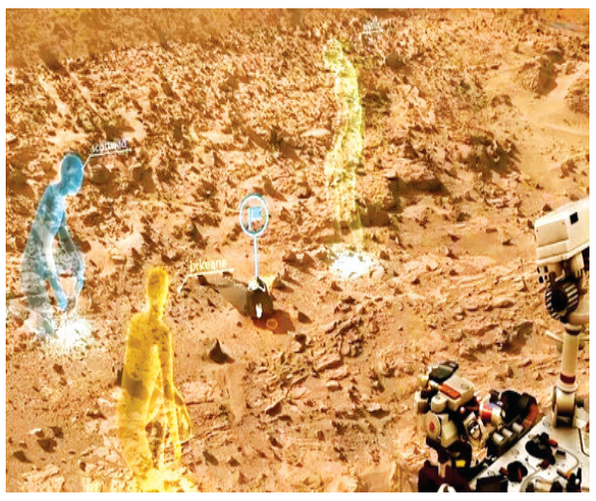

লাল গ্রহ মঙ্গলের বাতাবরণ এবং আবহাওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ওয়াকিবহাল করতে নয়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে নাসা। আগামী দিনে নাসার বিশেষভাবে তৈরি রোবট বা রোবটদের ঘুরতে দেখা যাবে পুরো মঙ্গল গ্রহ জুড়ে। যার মূল নিয়ন্ত্রক থাকবে নাসার দফতরে। ফলে প্রতিটি মুহূর্তে সেই রোবটের পদচারণা লক্ষ্য করে অনেক নতুন ধরনের গবেষণায় উপবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হবে। এই ধরনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ আগামী দিনে লাল গ্রহতে মানুষের বিজয় পতাকা ওড়ানোর দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেবে।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

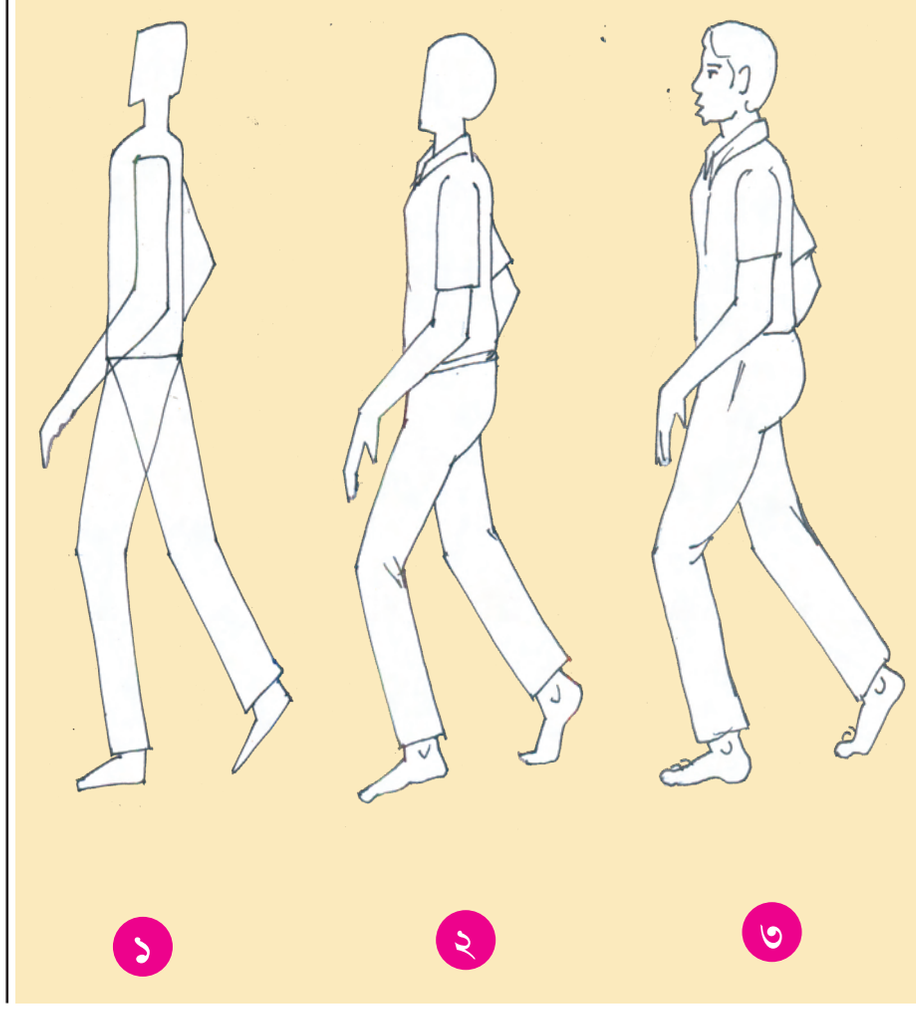

দিয়া হালদার, প্রথম শ্রেণী, মাল্টিপারপাস গভঃ বালিকা বিদ্যালয়

গত সংখ্যার উত্তর : তপসে মাছ
উত্তরদাতা– তাপস মাইতি, বজবজ

তোমাদের যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭বি১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭বি১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।